পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ

কর্তৃক আয়োজিত

নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার বিষয়ক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের পরিমার্জিত ও বর্ধিত সংস্করণ

“প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থের আলোকে নৈতিক শিক্ষা”

উপস্থাপনায়

মোঃ আবদুল আজিজ
সহযোগী অধ্যাপক
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ
Phone: 01770 33 88 33
E-mail: azizparvin@gmail.com

তারিখঃ ১৪ জুন ২০২২ খ্রি.

সময়ঃ সকাল ১১:০০ ঘটিকা

প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থের আলোকে নৈতিক শিক্ষা

মোঃ আবদুল আজিজ, সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

১. উপক্রমণিকা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়' নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে' (National Integrity Strategy of Bangladesh) পরিবার থেকে শুরু করে বড় বড় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ৩.৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, মানুষের নৈতিক জীবন ও নৈতিকতার মূল ভিত্তি হচ্ছে পরিবার থেকে গড়ে উঠা মূল্যবোধ। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যে নৈতিক মূল্যবোধ লালন ও অনুসরণ করে তার উৎস হচ্ছে পরিবার। এ কারণে পরিবারকে নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কিছু বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে,

- শিশুদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পিতামাতার ভূমিকা বৃদ্ধি করা,
- রোল-মডেলদের কর্ম ও কীর্তির প্রচার ও প্রসার ঘটানো,
- শিশুকিশোর, পিতামাতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ধর্ম ও ন্যায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ উৎসাহিতকরণ, ইত্যাদি।

অতঃপর ৩.৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, পরিবারের পর যে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মানুষের নৈতিক জীবনে সবচেয়ে বেশি ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে তা হল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীরা যেমন বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য, সেবা ও দক্ষতা লাভ করে তেমনই নৈতিক ধারণা ও প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপদ্ধতির কয়েকটি ধারা রয়েছে। এদের মধ্যে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিষয় বাধ্যতামূলক হলেও পরবর্তী শ্রেণিগুলোতে এ বিষয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ সীমিত। এ কারণে নৈতিকভাবে শুদ্ধ জীবন গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা ও ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বতঃতৎপর ভূমিকা পালনসহ অন্যান্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর সক্ষম করে গড়ে তোলা এবং সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে সুপারিশ করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং সাধারণ শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষার পাঠক্রম ও উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা বলা হয়। এর জন্য শিক্ষাসূচিতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণের তাগিদও প্রদান করা হয়।

বর্তমানে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শুধুমাত্র মানবিক বিভাগের মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ধর্ম শিক্ষার বিষয় নির্বাচন করার সুযোগ আছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য এবং বিশেষভাবে অমুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রমে কোনোরূপ ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় আমাদের কাছে আগত শিক্ষার্থীরা বিষয়গতভাবে নৈতিক শিক্ষার ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে প্রধান কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত নৈতিক শিক্ষার কিছু অত্যাবশ্যকীয় উপাদান আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে চাই।

২. নৈতিকতার ধারণা

নৈতিকতা হচ্ছে একটি মানবীয় গুণ যার উপস্থিতিতে ব্যক্তি ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, উচিত-অনুচিতের পার্থক্য নিরূপন করে ভালো বিষয়টা গ্রহণ এবং খারাপ বিষয়টা বর্জন করতে পারে। সমাজ, রাষ্ট্র বা ধর্ম মানুষের জীবনকে সুন্দর করার জন্য কিছু নিয়ম-নীতি এবং আচরণবিধি প্রণয়ন করে। এই নিয়ম-কানুন মেনে চলার প্রবণতা, মানসিকতা এবং আগ্রহ মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করে। বিপরীতক্রমে এ কথাও ঠিক যে, নৈতিকতাবোধ থাকলেই মানুষ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে, এবং জীবনের প্রতিটি স্তরে শুদ্ধাচার, শিষ্টাচার, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ, সৌজন্যবোধ, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন করতে পারে।

এই নৈতিকতাবোধ মানুষের মধ্যে সব সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবেশ করে না। শিক্ষার অন্য সকল বিষয় যেভাবে ক্রমাগত চর্চার মাধ্যমে আত্মস্থ করতে হয়, ঠিক তেমনি নৈতিক শিক্ষার বিরামহীন অনুশীলনের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি তার জীবনে উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন করতে পারে। এখানে আমি স্বল্প পরিসরে ইসলাম ধর্ম, সনাতন ধর্ম এবং খ্রিস্ট ধর্মে বর্ণিত নৈতিক শিক্ষার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ, যে বিষয়গুলো সার্বক্ষণিক চিন্তা-চেতনায় ধারণ করলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম সৎ এবং সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এবং ভ্রষ্টতার হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে।

ইসলাম ধর্মের নৈতিক শিক্ষা

৩. নৈতিক শিক্ষার উৎস

প্রথমে আমরা দেখব, ইসলামের ধর্মগ্রন্থসমূহ আমাদেরকে কী কী নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। এখানে আমি আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (স) এর সুন্নাহ-এ বর্ণিত নৈতিক শিক্ষার কিছু বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব। নৈতিক শিক্ষার মৌলিক উপাদানসমূহ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উৎস হিসেবে আল-কুরআনকে বেছে নেয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবকে মানুষের জন্য Guideline হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন, মুত্তাকীদের জন্য এটি পথ-নির্দেশ।[১] আল্লাহ তা'আলা নিজেই কুরআনকে উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২] অন্য আয়াতে তিনি বলেন, "এ কিতাব আমি নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং তোমরা এটা অনুসরণ কর।"[৩] তিনি আরও বলেন, "... কুরআনই সকলের জন্য উপদেশ বাণী। অতএব, যার ইচ্ছা সে এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক।"[৪]

নৈতিক শিক্ষার দ্বিতীয় উৎস হিসেবে সুন্নাহকে বেছে নেয়ার কারণ, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (স)-কে প্রেরণ করেছেন মানবজাতির জন্য শিক্ষক হিসেবে[৫] যাঁর চরিত্রে আছে উত্তম আদর্শ।[৬] আল্লাহ নিজেই তাঁর রাসূলকে Character Certificate দিয়ে বলেছেন, "নিশ্চয় আপনি উন্নত চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[৭] আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে যেমন মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ নাযিল করেছেন,[৮] ঠিক তেমন রাসূল (স)-কে বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবে[৯] এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন।[১০] আল্লাহ তা'আলা সরাসরি এ নির্দেশও দিয়েছেন যে, "রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে

তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক।"[১১] তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।"[১২] এ কারণে নৈতিক শিক্ষার মূল উৎস হিসেবে আল-কুরআনের পাশাপাশি আল্লাহর রাসূল (স) এর সুন্নাহকে গ্রহণ করতে হবে এবং অনুকরণযোগ্য Role Model হিসেবে একমাত্র মুহাম্মদ (স)-কে অনুসরণ করতে হবে।

৪. পারস্পরিক সম্পর্ক

এবার নৈতিক শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে প্রথমে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই। কারণ পারস্পরিক সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ না হলে পরিবারে এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে চারটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে— স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক, মাতা-পিতার সাথে সম্পর্ক, প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক।

৪.১ স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক

প্রথমে আসা যাক স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক বিষয়ে। স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। এ সম্পর্কের অমিয় সুধা আমাদের অন্তরে অনাবিল প্রশান্তি এনে দেয়, আমাদের সকল হতাশা আর অপ্রাপ্তির কথা ভুলিয়ে দেয়। এ কারণে আমরা স্রষ্টার সাথে নিজেদেরকে জুড়ে রাখব সর্বক্ষণ। আমার অন্তর খালি থাকবে শুধু আমার স্রষ্টার জন্য, নিজের চেয়েও যাকে আমি বেশি ভালবাসব তিনি হলেন আমার স্রষ্টা।

সকল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় কতিপয় অধিকার এবং কর্তব্যের আদান-প্রদানের ভিত্তিতে। স্রষ্টার কাছে যেমন আমাদের কিছু অধিকার আছে, তেমনি স্রষ্টার প্রতি আমাদের কিছু কর্তব্য আছে। স্রষ্টা নিজেই এগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছেন। স্রষ্টার কাছে আমাদের অধিকার হচ্ছে ব্যাপক। কারণ আমরা সব কিছু স্রষ্টার কাছেই চাই এবং তাঁর কাছ থেকেই পাই। সে তুলনায় স্রষ্টার প্রতি আমাদের কর্তব্য অনেক সীমিত। স্রষ্টার প্রতি আমাদের কর্তব্য কী—সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি জ্বিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।"[১৩] অতএব, স্রষ্টার প্রতি আমাদের একমাত্র কর্তব্য হল, আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করব, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক করব না।

এ বিষয়ে রাসূল (স) বলেছেন, বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হচ্ছে—বান্দা তাঁর ইবাদত করবে আর এতে তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর বান্দা যখন তাঁর ইবাদত করবে তখন আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হচ্ছে এই যে, তিনি তাকে শাস্তি দিবেন না।[১৪] বরং তাদের জন্য মহাপুরস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যেমন—তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত।"[১৫] আমরা যদি আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধগুলো মেনে চলতে পারি, সকল কাজ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই নির্বাচিত পথ-প্রদর্শকের নিয়মানুসারে করতে পারি, তাহলে স্রষ্টার প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব সেটা পালন হয়ে যাবে।

আল্লাহকে অস্বীকার করা বা তাঁর সাথে শরীক সাব্যস্ত করা আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা। এহেন কর্মের জন্য অনন্তকালব্যাপী যন্ত্রণাদায়ক ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির অগ্রিম সতর্কবাণী প্রদান করা হয়েছে।[১৬]

৪.২ মাতা-পিতার সাথে সম্পর্ক

দ্বিতীয়ত আমরা দেখব মাতা-পিতার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত। পৃথিবীর সবচেয়ে নিখাদ, নিঃস্বার্থ, অকৃত্রিম ও মধুর সম্পর্ক হচ্ছে মাতা-পিতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক। এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি বিরাট নিয়ামত। এ সম্পর্ক যত সুন্দর হবে, পারিবারিক বন্ধন তত সুদৃঢ় হবে, পরিবারে তত বেশি শান্তি বিরাজ করবে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) এর পর আমাদের জীবনে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি তাঁরা হলেন আমাদের মাতা-পিতা।

মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক 'উফ্' শব্দটিও বলিও না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; তাদের সাথে কথা বল সম্মানসূচক নম্রতার সাথে। অনুকম্পায় তাদের প্রতি তোমার ডানা অবনমিত কর এবং বল: 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে লালন পালন করেছিলেন' (رَبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)।"[১৭] এখানে আল্লাহ তা'আলা একটি দু'আও শিক্ষা দিয়েছেন। পিতা-মাতার জন্য আল্লাহর শেখানো এ ভাষায় দু'আ করা প্রত্যেক সন্তানের নৈতিক দায়িত্ব।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৮] সাধ্যমত পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ করাও সন্তানের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "লোকে কী ব্যয় করবে সে সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের জন্য'।"[১৯] এ সব হচ্ছে মাতা-পিতার প্রতি আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এ ছাড়াও পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার জন্য অনেক হাদিসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবু হুরাইরাহ (রা) বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল: হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার কে? তিনি বললেন, "তোমার মা।" লোকটি বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, "তোমার মা।" সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, "তারপর তোমার বাবা।"[২০] এ হাদিস থেকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব, বিশেষ করে মায়ের সাথে সদাচরণের বাধ্যবাধকতা অনুধাবন করা যায়।

অপর এক হাদিসে রাসূল (স) বলেছেন, "সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক! আবার সে ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক! আবার তার নাক ধূলিমলিন হোক!" জিজ্ঞেস করা হল, 'কার? হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন, "যে তার মাতা-পিতার একজনকে অথবা উভয়কে বার্ধক্যজনিত অবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে যেতে পারল না।"[২১]

রাসূল (স) আরও বলেছেন, "কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো নিজের পিতা-মাতাকে লা'নত করা।" জিজ্ঞেস করা হলো: 'হে আল্লাহর রাসূল! আপন পিতা-মাতাকে কোনো লোক কিভাবে লা'নত করতে পারে?' তিনি বললেন: "সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তখন অন্যে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তখন অন্যে তার মাকে গালি দেয়।"[২২] তিনি আরও বলেন, কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম বড় গুনাহ হল পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।[২৩] পিতা-মাতা মুশরিক হলেও তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে।[২৪]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "কোনো সন্তান তার পিতার হক আদায় করতে সক্ষম নয়। তবে সে যদি তার পিতাকে কৃতদাস অবস্থায় পায় এবং তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দেয় (তাহলে কিছুটা আদায় হবে)।"[২৫] তিনি আরও বলেছেন, "পিতা হলেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। অতএব, তুমি চাইলে তা রক্ষা করতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার।"[২৬] পিতার বন্ধুজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করাও পুণ্যের কাজ।[২৭] এমনকি পিতার ইন্তেকালের পরও।[২৮] আর মাতার কথা তো বলাই বাহুল্য। কারণ জান্নাত যাঁর পদতলে তিনি হলেন মাতা।[২৯]

নবি (স) আরও বলেছেন, "পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের সন্তুষ্টি আর পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি।"[৩০] পিতা-মাতা জীবিত থাকলে তাঁদের সাথে সদাচরণপূর্ণ জীবন যাপন করা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের চেয়ে উত্তম।[৩১] পিতা-মাতার সেবা করা নফল ইবাদতের চেয়েও অগ্রগণ্য।[৩২]

পিতা-মাতার প্রতি যেমন সন্তানের অনেক কর্তব্য আছে তেমনি সন্তানের প্রতিও পিতা-মাতার কিছু দায়িত্ব আছে। এখন আমি খুব সংক্ষেপে পিতা-মাতার কর্তব্য তথা সন্তানের কিছু অধিকারের বিষয় তুলে ধরছি—

- সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়া।[৩৩]
- আকিকাহ করা।[৩৪]
- ভাল অর্থপূর্ণ সুন্দর নাম রাখা। নবি (স) অনেক অপছন্দনীয় নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন।[৩৫]
- সন্তানকে আদর-স্নেহ করা।[৩৬]
- সন্তানের ভরণ-পোষণ করা।[৩৭]
- বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বিবাহের ব্যবস্থা করা।[৩৮]
- কিছু দেয়ার সময় সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ ও সমতা বজায়ে রাখা, কোনো প্রকার বৈষম্য না করা, বিশেষভাবে সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে।[৩৯]
- সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা।[৪০] বিশেষভাবে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর কাছে বলা।[৪১] এ প্রক্রিয়া শুরু করতে হয় সন্তানের জন্মেরও আগে থেকে।[৪২]
- সন্তানকে তাওহীদের শিক্ষা দেয়া এবং শিরক থেকে দূরে রাখা।[৪৩]
- সন্তানকে সলাতের আদেশ দেয়া।[৪৪] সন্তানের বয়স সাত বছর হলে নামায পড়ার আদেশ দিতে হবে এবং দশ বছর বয়সের সময় নামায না পড়লে শাস্তি দিতে হবে।[৪৫]
- সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দেয়া।[৪৬]
- সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া।[৪৭] কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষাদান অপেক্ষা অধিক মূল্যবান কোনো উপহার দিতে পারেন না।[৪৮]

আমাদের অভিভাবকবৃন্দকে এ সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, কারণ সমাজে এসব দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অনেক নজির দেখা যায়।

৪.৩ প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক

যারা আমাদের আশেপাশে বসবাস করে তারা আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের জীবনে প্রতিবেশীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশীরা আমাদের আত্মীয় না হলেও তাদের সাথে সম্পর্কের উপর আমাদের সুখ-শান্তি অনেকাংশে নির্ভর করে। নিকট-প্রতিবেশী ও দূর-প্রতিবেশী সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ করেছেন।[৪৯] নবি (স) বলেছেন, "আমাকে জিবরীল (আ) সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত করে থাকেন। এমনকি আমার মনে হয়, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।"[৫০] রাসূলুল্লাহ (স) একদা বলছিলেন, "আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়।" জিজ্ঞাসা করা হল: হে আল্লাহর রাসূল! কে সে লোক? তিনি বললেন, "যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।"[৫১] এরূপ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[৫২]

তাঁর ভাষায় ঐ ব্যক্তিও মু'মিন নয় যে নিজে পেট ভরে আহার করে, অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় থাকে।[৫৩] অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"[৫৪] সে ব্যক্তির জন্য নিশ্চিত ধ্বংস যার নির্যাতন বা নিষ্ঠুর আচরণের কারণে তার প্রতিবেশী গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়।[৫৫] প্রতিবেশীদেরকে মুখে পীড়া দানকারী এক মহিলা সম্পর্কে নবি (স) বলেছেন, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামি।[৫৬] একটি হাদিসে তিনি প্রতিবেশীর প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার জন্য (ইহসান করা) উপদেশ দিয়েছেন।[৫৭]

মহানবি (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন অনেকে তাদের প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ করে বলবে, "হে প্রভু! এ ব্যক্তি আমার জন্য তার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং আমাকে তার প্রতিবেশীসুলভ সদ্ব্যবহার হতে বঞ্চিত করেছিল।"[৫৮] তিনি আরও বলেছেন, "আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ সঙ্গী সে যে তার নিজের সঙ্গীর কাছে ভাল, আর আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী সে যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।"[৫৯]

প্রতিবেশীকে মাঝে মাঝে উপহার প্রদান একটি উত্তম সামাজিক আচার। উপহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার হল নিকটতম প্রতিবেশী।[৬০] প্রতিবেশী কর্তৃক প্রদত্ত উপহার সামান্য হলেও এর অবমাননা করা উচিত নয়।[৬১] রাসূল (স) এমনও বলেছেন, "যখন ঝোল রান্না করবে তখন তাতে পানি একটু বেশি করে দিবে এবং সেখান থেকে প্রতিবেশীদেরকে হাদিয়া দিবে।"[৬২] এভাবে উপহার আদান-প্রদান প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আর একটি কথা না বললে প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপকতার বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারো হক নষ্ট করা মহাপাপ। এর মধ্যে প্রতিবেশীর হক নষ্ট করার পাপ আরও বেশি। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাহাবাগণকে ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললেন: হারাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উহাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তখন তিনি বললেন, "কোনো ব্যক্তি দশটি নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হলেও উহা তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করার চেয়ে হালকা (পাপ)।" অতঃপর তিনি তাদেরকে চুরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললেন: হারাম,

মহামহিম আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উহাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বললেন,"কোনো ব্যক্তির জন্য দশটি ঘরে চুরি করাও তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চেয়ে লঘুতর (অপরাধ)।"[৬৩]

৪.৪ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক

আত্মীয় হচ্ছে তারা যাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে এবং এ সম্পর্ক রক্ষা করার বাধ্যবাধকতা আছে। কিছু মানুষ জন্মসূত্রে বা রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে আত্মীয় হয়, যেমন—পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-ফুফু, মামা-খালা প্রমুখ। আর কিছু মানুষ বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আত্মীয় হয়, যেমন—শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী-স্ত্রী, স্বামীর ভাই-বোন, স্ত্রীর ভাই-বোন প্রমুখ। আত্মীয়-স্বজন প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে আরবি الرحم (রাহেম) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যার আরেকটি অর্থ জরায়ু বা গর্ভ। এ থেকে বুঝা যায়, আত্মীয়তার মধ্যে রক্ত সম্পর্কের গুরুত্ব সর্বাধিক।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন[৬৪] এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন।[৬৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়-স্বজনের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশও দিয়েছেন[৬৬] এবং তাদের হক আদায় করতে বলেছেন।[৬৭] হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে: আত্মীয়ের সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে আল্লাহ তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবেন, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক যে ছিন্ন করবে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।[৬৮] আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি দুনিয়া থেকেই শুরু হয়।[৬৯] রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী অর্থাৎ, রক্তের সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[৭০] তিনি আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার জীবিকার প্রশস্ততা কিংবা দীর্ঘায়ু কামনা করে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে বা আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে।"[৭১]

কোনো আত্মীয় আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলেও আমাদের উচিত নিঃস্বার্থভাবে তা রক্ষা করার চেষ্টা করা। নবি (স) বলেছেন, "প্রতিদানের বিনিময়ে যে আত্মীয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ আচরণ করে সে প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষাকারী নয়। বরং আত্মীয়তা রক্ষাকারী হচ্ছে সে ব্যক্তি যাকে দূরে ঠেলে দিলেও সে আত্মীয়তা যুক্ত করে।"[৭২]

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষার্থে বংশ পরিচিতি জেনে রাখার উপরও জোর দেয়া হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "তোমরা তোমাদের বংশপঞ্জিকা জেনে রাখ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর। কেননা দূরের আত্মীয়ও ঘনিষ্ঠ আচরণের কারণে নিকটতর হয়ে যায় এবং নিকটাত্মীয়ও ঘনিষ্ঠতার অভাবে দূরে চলে যায়। প্রতিটি রক্তের বন্ধন কিয়ামতের দিন তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সামনে এসে দাঁড়াবে; ব্যক্তি যদি তাকে দুনিয়ায় যুক্ত রেখে থাকে তবে সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু ব্যক্তি যদি তাকে দুনিয়ায় ছিন্ন করে থাকে তবে সে তার বিরুদ্ধে সম্পর্কচ্ছেদের সাক্ষ্য দিবে।"[৭৩]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি নবি (স) এর নিকট এসে বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন আছে। আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে চেষ্টা করি, কিন্তু তারা আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি, কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি তাদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করি, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্খসুলভ আচরণ করে।" তখন তিনি বললেন, "তুমি যা বলছ, প্রকৃত অবস্থা যদি তাই

হয়, তবে তুমি যেন তাদের মুখে জ্বলন্ত অঙ্গার পুরে দিচ্ছ। আল্লাহর সাহায্য তোমার সঙ্গে থাকবে, যতক্ষণ তুমি এ অবস্থায় বহাল থাকবে।"[৭৪]

আত্মীয়তার সম্পর্ক সুন্দর করার জন্যও পরস্পর উপহার বিনিময় করা যেতে পারে। উমর (রা) তাঁর মুশরিক আত্মীয়ের সাথেও উপহার বিনিময় করেছেন।[৭৫] আমরা যদি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায়ে রেখে তাদের সুখে-দুঃখে সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল হতে পারি, তবে এটি আমাদের সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি করবে।

৫. মৌলিক মানবীয় গুণাবলি

মানব জীবনকে সুষমামণ্ডিত করার জন্য যে সকল সদগুণাবলি অর্জন করা দরকার তা থেকে কয়েকটি নিম্নে বর্ণনা করা হল। এ সব গুণাবলির চর্চা আমাদের জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলতে পারে। এ সকল স্বভাব সমাজের মানুষের কাছে যেমন প্রশংসিত ও সমাদৃত, তেমনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) এর নিকটও অধিক প্রিয়।

৫.১ সচ্চরিত্র

মানুষের স্বভাবে সুন্দর, নির্মল ও মার্জিত গুণাবলির সমষ্টিকে এক কথায় বলা যেতে পারে সচ্চরিত্র। মানব জীবনের উত্তম আদর্শ এবং নৈতিক গুণাবলি সচ্চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। সচ্চরিত্র মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর দ্বারাই মানুষ পূর্ণমাত্রায় মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হয়। মানবিকতা ও নৈতিকতার আদর্শ সচ্চরিত্রের মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করে। নবি (স) বলেছেন যে, সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি তাঁর নিকট অধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন সেই তাঁর নিকটবর্তী আসনে উপবিষ্ট হবে।[৭৬] আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (স) এর মধ্যে উন্নত চরিত্রের সকল বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রসঙ্গে বলেছেন, "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ধারক।"[৭৭] রাসূলুল্লাহ (স) নিজে বলেছেন, "উত্তম চারিত্রিক গুণাবলিকে পূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।"[৭৮]

আনাস (রা) বলেন, নবি (স) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম (চরিত্রের অধিকারী) ব্যক্তি।[৭৯] আনাস (রা) আরও বলেন, 'আমি দশ বছর নবি (স) এর খিদমত করেছি। তিনি কখনো আমার প্রতি উহ্ শব্দটি উচ্চারণ করেননি—এ কথা জিজ্ঞেস করেননি, কেন তুমি এ কাজ করলে? অথবা কেন করলে না?'[৮০] নবি (স) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম যাদের আচার-আচরণ সবচেয়ে ভাল।"[৮১] রাসূল (স)-কে পুণ্য এবং পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "পুণ্য হল উন্নত চরিত্র। আর পাপ হল যা তোমার অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং যা জানাজানি হওয়া তুমি অপছন্দ কর।"[৮২] অপর বর্ণনায় তিনি সদাচরণকে পুণ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৮৩] কিয়ামতের দিন মিযানের মাপে সুন্দর চরিত্র অপেক্ষা অধিক ভারী আর কিছুই হবে না।[৮৪]

আবু দারদা (রা) বলতেন, আমি তোমাদের মধ্যকার উত্তম ও অধম লোকদের চিনি। তোমাদের মাঝে উত্তম লোক হল তারা যাদের নিকট কল্যাণ আশা করা যায় এবং যাদের অনিষ্ট থেকে সকলে নিরাপদ বোধ করে। আর তোমাদের মাঝে মন্দ লোক হল তারা যাদের নিকট কল্যাণ আশা করা যায় না এবং যাদের অনিষ্ট থেকেও নিরাপদ বোধ করা যায় না।[৮৫]

৫.২ সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা মানব চরিত্রের একটি বিরাট গুণ। সাধারণভাবে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলা হয়। অন্য কথায়, বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা বা বিষয় প্রকাশ করার নাম সত্যবাদিতা। অর্থাৎ, কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ব্যতিরেকে অবিকল বর্ণনা করাই হল সত্যবাদিতা। কথাবার্তা ও কাজ-কর্মে সততা ও সত্যবাদিতা অবলম্বন করা নৈতিকতার অপরিহার্য দাবি। সর্বদা সত্য, সুন্দর ও সঠিক কথা বলা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না।"[৮৬] অন্যত্র তিনি বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।"[৮৭] তিনি আরও বলেন, "আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।"[৮৮] শেষ বিচারের দিন আল্লাহ বলবেন, "এ হচ্ছে সেই দিন যেদিন সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিরা তাদের সত্যবাদিতার জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন থাকবেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে; এটাই মহাসফলতা।"[৮৯]

সত্যবাদিতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নবি (স) বলেন, "সত্য পুণ্যের দিকে পরিচালিত করে আর পুণ্য জান্নাতে পৌঁছে দেয়। মানুষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে থাকতে অবশেষে সিদ্দীক এর দরজা লাভ করে।"[৯০] রাসূল (স) আরও বলেছেন, "যাতে তোমার দ্বিধা আছে তা পরিত্যাগ করে যা সন্দেহমুক্ত তা গ্রহণ কর। সত্য প্রশান্তি আনয়ন করে আর মিথ্যা সন্দেহের বীজ বপন করে।"[৯১]

সত্যবাদী লোকদেরকে সবাই শ্রদ্ধা করে। আমাদের প্রিয়নবি (স) ছিলেন সত্যবাদিতার মূর্ত প্রতীক। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই তিনি সত্যবাদিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আরবের লোকেরা এ জন্য তাঁকে "আল-আমীন" খেতাবে ভূষিত করেছিল। আমাদের উচিত সর্বদা সত্য কথা বলার অভ্যাস গড়ে তোলা।

৫.৩ দানশীলতা

দানশীলতা একটি মহৎ গুণ। যারা ধনী তাদের জন্য উচিত গরীবদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা রিযিক হিসেবে দিয়েছি তা হতে ব্যয় কর সেদিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না।"[৯২] তিনি আরও বলেন, "আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর তোমাদের কারও মৃত্যু আসার পূর্বে। নতুবা মৃত্যু আসলে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সাদাকা দিতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।"[৯৩] দানের ফযিলতের কথা উল্লেখপূর্বক তিনি আরও বলেন, "যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে আছে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।"[৯৪]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, "যে কেউ হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর দান করে, আল্লাহ তাঁর ডান হাতে তা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তার পরিচর্যা করেন, যেভাবে তোমাদের কেউ তার ঘোড়া বা উটের বাচ্চা প্রতিপালন করে। অবশেষে তা পর্বতপ্রমাণ হয়ে যায়, কিংবা তার চেয়েও বড়।"[৯৫] এভাবে আল্লাহ দানকে বর্ধিত করেন।

হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত আছে, মহান ও বরকতময় আল্লাহ্ বলেন, "হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক, আমি তোমাকে দিব।"[৯৬] নবি (স) আসমা (রা)-কে বলেন, "তুমি সাদাকা দেয়া বন্ধ করবে না, অন্যথায় তোমার জন্যও আল্লাহ কর্তৃক দান বন্ধ করে দেয়া হবে।"[৯৭] তিনি আরও বলেন, "তুমি অর্থ-সম্পদ শেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা গণনা করে জমিয়ে রেখো না, তাহলে আল্লাহ তোমার রিযিক বন্ধ করে দিবেন।"[৯৮] আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবি (স) বলেছেন, "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যয় করে তাকে আরও বাড়িয়ে দিন।"[৯৯] আনাস (রা) বলেন, নবি (স) ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।[১০০] ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রমজান মাস আসলে তিনি আরও অধিক দানশীল হতেন।[১০১] তাঁর নিকট কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি কখনো 'না' বলেননি।[১০২]

দানের বিনিময়ে আল্লাহ মানুষের পাপ মোচন করে দেন।[১০৩] নবি (স) বলেছেন, "সাদাকা গুনাহকে সেভাবে মিটিয়ে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।"[১০৪] দুনিয়ার দান-সাদাকা আখিরাতের দিনে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকবচ হবে। নবি (স) বলেছেন, "তোমরা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা কর, এক টুকরো খেজুর সাদাকা করে হলেও।"[১০৫] পাপের কারণে আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন। আল্লাহর রাসূল (স) বলেন, "দান-সাদাকা প্রতিপালকের এ ক্রোধ প্রশমিত করে।"[১০৬] রাসূল (স) আরও বলেছেন, "মানুষ স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী নিয়ে ফিতনায় পতিত হবে। আর সালাত, সাদাকা ও সৎকর্ম সে ফিতনা মুছে দিবে।"[১০৭]

আবু সাঈদ খুদরি (রা) বলেন, কোনো এক ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের দিনে আল্লাহর রাসূল (স) ঈদগাহে গেলেন। নামায শেষ করার পর খুতবা দিলেন এবং লোকদেরকে সাদাকা করার নির্দেশ দিলেন। আর বিশেষভাবে মহিলাদের নিকট গিয়ে বললেন, "হে নারী সমাজ! তোমরা সাদাকা কর। কারণ আমি দেখেছি, জাহান্নামবাসীদের মধ্যে তোমাদের সংখ্যা অধিক।" তারা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কী?' তিনি বললেন, "তোমরা বেশি বেশি অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাক। হে মহিলাগণ! জ্ঞানে এবং দীনে অপরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সচেতন ও বুদ্ধিমান পুরুষের বুদ্ধি হরণে তোমাদের মত পটু আর কাউকে দেখিনি।"[১০৮]

দান-সাদাকা গোপনে করা যায়, আবার প্রকাশ্যেও করা যায়। তবে গোপনে দান করার ফযিলত বেশি।[১০৯] রাসূলুল্লাহ (স) সাত শ্রেণির মানুষের কথা বলেছেন যারা হাশরের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণি হল ঐ সকল লোক যারা গোপনে এমনভাবে দান করে যে, তাদের ডান হাত কী দিলো তা তাদের বাম হাত জানতে পারে না।[১১০]

সাদাকা যে কোনো অভাবগ্রস্তকে দেয়া যাবে, তবে গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া হলে দ্বিগুণ সওয়াব। একটি হল দান করার জন্য, অপরটি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য।[১১১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মু'মিনগণ! দানের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা নিজেদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে।"[১১২] এ আয়াতে দান করার পর খোঁটা দিয়ে মানুষকে কষ্ট দিতে নিষেধ করা হয়েছে। মহানবি (স) তিন ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ বলেছেন যে, তাদের সাথে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এদের মধ্যে একজন হল সে ব্যক্তি যে দান করে খোঁটা দেয়।[১১৩] অতএব, এ সম্পর্কে আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করতেও নিষেধ করেছেন। দান করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য।[১১৪] প্রকৃত দানশীল ব্যক্তি মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতার আশাও করেন না। রাসূল (স) এমন তিন ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেছেন যাদেরকে দিয়ে জাহান্নাম উদ্বোধন করা হবে। এদের মধ্যে একজন হল কুরআনের হাফেজ, একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং আরেক জন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ। ধনী ব্যক্তিকে তলব করে আল্লাহ তাকে বলবেন, 'আমি কি তোমাকে প্রাচুর্য দান করিনি যাতে তোমাকে কারও মুখাপেক্ষী হতে না হয়?।' সে বলবে, 'অবশ্যই হে আমার প্রতিপালক।' আল্লাহ বলবেন, 'আমি যা দিয়েছিলাম তা দিয়ে কী করেছ তুমি?' সে বলবে, 'তা দিয়ে আমি আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রেখেছি এবং দান-সাদাকা করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ।' এবং ফিরিশতাগণও বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'বরং তোমার নিয়ত ছিল তোমার সম্পর্কে যেন বলা হয়, অমুক ব্যক্তি খুব দানশীল। আর তা বলা হয়েছে।' এভাবে অপর দু'জনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে লোক দেখানোর দায়ে অভিযুক্ত করা হবে। সব শেষে রাসূল (স) বলেছেন, "এরা হল আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে প্রথম তিনজন, যাদেরকে দিয়ে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে।"[১১৫] কী ভয়াবহ পরিণাম আর কত কঠিন পরিস্থিতি! ভাবলেও গা শিউরে উঠে।

অপর দিকে যাদের দান-সাদাকা রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) থেকে মুক্ত এবং খোঁটা থেকে মুক্ত তাদের প্রতিদান আল্লাহর কাছে; তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[১১৬]

৫.৪ লজ্জাশীলতা

'লজ্জা' একটি ব্যাপক অর্থবোধক ধারণা যা অনেকগুলো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আত্মসম্ভ্রম, বিনয়, সংযম, নিরহঙ্কারিতা, পরিমিতিবোধ, সম্মানবোধ, সঙ্কোচবোধ, সৌজন্য, শিষ্টতা, শালীনতা, শরম—এ সবের মধ্যেই লজ্জার আবহ জড়িত আছে। লজ্জা মানব চরিত্রের অনন্য ভূষণ। একদা আল্লাহর রাসূল (স) এক আনসারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি তাঁর ভাইকে অধিক লজ্জা ত্যাগের জন্য উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন আল্লাহর রাসূল (স) তাকে বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও, কারণ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।"[১১৭] অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, "ঈমানের ষাটেরও অধিক শাখা আছে, আর লজ্জা হচ্ছে ঈমানের একটি শাখা।"[১১৮] তিনি আরও বলেছেন, "পূর্ববর্তী নবিদের নসিহত থেকে মানুষ যা লাভ করেছে তার একটি হল, 'যদি তুমি লজ্জাই না কর, তবে যা ইচ্ছা তা করতে পার।'"[১১৯] আবু সাঈদ (রা) বলেন, নবি (স) পর্দানশীন কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।[১২০]

যায়েদ ইবনে তালহা ইবনে রুকানা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "প্রতিটি ধর্মের একটা স্বভাব আছে, আর ইসলামের স্বভাব হল লজ্জা।"[১২১] নবি (স) আরও বলেন, "লজ্জাশীলতা কল্যাণ ছাড়া আর কিছু নিয়ে আসে না।"[১২২] অতএব, আমাদের জীবন যেন লজ্জাশীলতার অনন্য ভূষণে সজ্জিত থাকে।

৫.৫ কর্তব্যপরায়ণতা

নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে যা করতে হয় তাই কর্তব্য। মানুষ হিসেবে আমাদের উপর বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত থাকে। এসব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন থাকা, সময়মতো ও সুচারুভাবে এগুলো পালন করা এবং এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা না করাই হচ্ছে কর্তব্যপরায়ণতা। মহান আল্লাহ বলেন, "প্রত্যেকে যা করে তদনুসারে তার স্থান রয়েছে এবং তারা যা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।"[১২৩]

মহান আল্লাহ আরও বলেন, "আল্লাহ কারও উপর এমন কোনো কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।"[১২৪] এ আয়াত অনুসারে আমরা সকলেই আমাদের কর্তব্য পালন করতে সক্ষম। কাজেই কর্তব্য পালনে আমাদের কোনো অবহেলা করা উচিত নয়। কর্তব্য কাজে অবহেলা করলে পরকালে সে জন্য জবাবদিহি করতে হবে এবং শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[১২৫] আমরা যদি নিজ নিজ কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করি তবে আমরা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারব।

৫.৬ ওয়াদা পালন

কাউকে কোনো কথা দিলে বা কারো সাথে কোনো অঙ্গীকার করলে তা যথাযথভাবে রক্ষা করাই হচ্ছে ওয়াদা পালন। মানবজীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ওয়াদা পালন করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।"[১২৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর, নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[১২৭]

সৎ এবং নৈতিক গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তিগণ সর্বদা অঙ্গীকার পূরণ করেন। যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না সে পূর্ণাঙ্গ মু'মিন ও দীনদার হতে পারে না। নবি (স) এ প্রসঙ্গে বলেন, "যে ব্যক্তি ওয়াদা পালন করে না তার দীন নেই।"[১২৮] হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ তা'আলা যে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবেন তাদের একজন হল যে আল্লাহর নামে ওয়াদা করে, অতঃপর তা ভঙ্গ করে।[১২৯] পবিত্র কুরআনে এভাবেও বলা হয়েছে, "এবং তোমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে শপথ দৃঢ় করার পর উহা ভঙ্গ করো না।"[১৩০] ওয়াদা পালন করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য,[১৩১] আর ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের নিদর্শন[১৩২] ও শয়তানের কাজ।[১৩৩]

ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "কিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করবেন, তখন প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য পৃথক পতাকা উড্ডীন করা হবে এবং বলা হবে, এটি অমুকের পুত্র অমুকের অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রতীক।"[১৩৪] এ হাদিস থেকে ওয়াদা ভঙ্গের ভয়াবহ পরিণাম সহজে অনুধাবন করা যায়। অতএব, আমরা সবাই ওয়াদা পালনের বিষয়ে যত্নবান হব।

৫.৭ ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

ভ্রাতৃত্ববোধ হল ভ্রাতৃসুলভ অনুভূতির প্রকাশ। কোনো ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তিকে নিজের ভাইয়ের মত মনে করে, সব মানুষের সাথে সহোদর ভাইয়ের মত আচরণ করে, তখন আমরা বলতে পারি যে, তার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ আছে। আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হল নানা সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসাপূর্ণ অবস্থান। আমাদের সমাজে নানা ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতির লোক বাস করে। তারা এক একটি সম্প্রদায়। সমাজে বসবাসরত এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার মনোভাবই হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।"[১৩৫] রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই।"[১৩৬] এভাবে বিশ্বের সকল মুসলমান ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। একটি হাদিসে নবি (স) মুসলিমদের এ ভ্রাতৃত্ববোধের স্বরূপ তুলে ধরে বলেন, "পারস্পরিক দয়া, সম্প্রীতি ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মু'মিনগণকে

একটি দেহের মত দেখতে পাবে। যখন দেহের একটি অঙ্গ কষ্ট পায় তখন গোটা দেহই জ্বর ও নিদ্রাহীনতার মাধ্যমে এর প্রতি সাড়া দেয়।"[১৩৭]

আসলে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবেই সকল মানুষকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। কোনো মানুষই এ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।"[১৩৮] রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "সকল মানুষ আদম (আ) এর সন্তান, আর আল্লাহ আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[১৩৯] এ হিসেবে সকল মানুষ ভাই-ভাই।

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজের জীবনে যথাযথভাবে এগুলোর অনুশীলন করে থাকেন। এ দেশে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম হলেও আমাদের সমাজে অমুসলিম সম্প্রদায়ের বহু লোক বসবাস করেন। এদের কেউ আমাদের সহকর্মী, কেউ তোমাদের সহপাঠী, কেউবা প্রতিবেশী, আবার কেউ বন্ধু-বান্ধব, পরিচিতজন। তাদের সকলের সাথেই ভাল ব্যবহার করতে হবে। কেননা সকলেই আমরা এক আল্লাহর সৃষ্টি। মহানবি (স) বলেছেন, "সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। সুতরাং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তাঁর পরিজনের প্রতি অনুগ্রহ করে।"[১৪০]

সকল সম্প্রদায়কে তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দিতে হবে। কারো ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, উপাসনালয়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যাবে না অথবা অন্য কোনোভাবে এ সবের অবমাননা করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই।"[১৪১] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব উপাস্যকে ডাকে, তোমরা তাদের গালি দিও না।"[১৪২] এভাবে ইসলাম আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শিক্ষা প্রদান করে।

বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়া আরও যে সব গুণাবলি আমাদের জীবনকে গৌরবান্বিত করে সেগুলোর মধ্যে আছে দেশপ্রেম, মানবসেবা, মিতব্যয়িতা, পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ, আমানতদারী, কৃতজ্ঞতা, বিনয়, নম্রতা, ক্ষমা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ইত্যাদি।

৬. নিন্দনীয় বদগুণাবলি

জীবনকে শুদ্ধ, সুন্দর এবং পঙ্কিলতামুক্ত করার জন্য যে সকল দোষ-ত্রুটি বর্জন করতে হবে তার কয়েকটি নিম্নে বর্ণনা করা হল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমরা এগুলো পরিহার করে চলার চেষ্টা করব। তাহলে আমাদের জীবন আরও আলোকিত হবে।

৬.১ মিথ্যাচার

যা সত্যের পরিপন্থী তাই মিথ্যা। মিথ্যা হচ্ছে সকল পাপের জননী। আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন[১৪৩] এবং তিনি মিথ্যাচারীদেরকে অভিসম্পাত করেছেন[১৪৪] এবং মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।[১৪৫] 'মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া'—এ দুটি বিষয়কে রাসূলুল্লাহ (স) কবীরা গুনাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ কথা বলার সময় তিনি হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসেন এবং

লোকদেরকে সতর্ক করে কথাটি বারবার বলতে থাকেন।[১৪৬] রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেন, "মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মহামিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত হয়ে যায়।"[১৪৭] রাসূল (স) মিথ্যা বলাকে মুনাফিকের (কপট ব্যক্তি) বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১৪৮]

আয়িশা (রা) বলেন, "মিথ্যাচার অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত আচরণ রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট আর কিছুই ছিল না। তাঁর সামনে কেউ মিথ্যা বললে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হতেন, যে পর্যন্ত না তিনি জানতে পারতেন যে, সে তার মিথ্যা কথন হতে তাওবাহ করেছে।"[১৪৯]

সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, নবি (স) বলেছেন, "(স্বপ্নে) দু'জন লোক আমার নিকট আসলো।" তারপর তিনি ঘটনার বর্ণনা দিলেন এভাবে, "তারা বললো, 'আপনি যে লোকটির গাল চিরে ফেলতে দেখলেন, সে বড়ই মিথ্যাচারী। সে এমন মিথ্যা বলতো যে, দুনিয়ার সর্বত্র তা ছড়িয়ে যেত। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে।'"[১৫০] অতএব, আমরা সর্বাবস্থায় মিথ্যাচার পরিহার করব। তাহলে অন্যান্য খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

৬.২ প্রতারণা

প্রতারণা অর্থ ফাঁকি দেয়া, ধোঁকা দেয়া, বিশ্বাস ভঙ্গ করা, ঠকানো। এটি মিথ্যাচারের একটি বিশেষ রূপ। প্রকৃত অবস্থা গোপন রেখে যখন অন্যকে ফাঁকি দেয়া হয় বা ভুল বুঝানো হয় এবং এ সুযোগে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করা হয় তখন এ কাজকে আমরা বলি প্রতারণা। প্রতারণা নানাভাবে হতে পারে। সাধারণত আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতারণার দৃষ্টান্ত বেশি দেখা যায়। যেমন—ওজনে/পরিমাপে কম দেয়া, জাল মুদ্রা চালিয়ে দেয়া, পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা, ভাল জিনিস দেখিয়ে খারাপ জিনিস দেয়া, বেশি দামের পণ্যের সাথে কম দামের পণ্য মেশানো, ভেজাল মেশানো, পণ্যদ্রব্যের মিথ্যা প্রচারণা চালানো, পণ্য বিক্রয়ে মিথ্যা শপথ করা, ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।"[১৫১] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "ধ্বংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের নিকট থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তারা মেপে দেয় তখন কম দেয়।"[১৫২] আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, "মিথ্যা কসম পণ্য চালু করে দেয় বটে, কিন্তু এতে বরকত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"[১৫৩] আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে মহানবি (স) তিন ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ বলেছেন যে, তাদের সাথে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এদের মধ্যে একজন হল সে ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করে।[১৫৪]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সে খাদ্যশস্য বিক্রয় করছিল। তিনি খাদ্যশস্যের স্তুপের মধ্যে তাঁর হাত ঢোকালেন এবং আর্দ্রতা অনুভব করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[১৫৫]

এ ছাড়া মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতারণা হতে পারে। যেমন, পরীক্ষায় নকল করা, প্রয়োজনীয় বিষয়ে ভুল বা মিথ্যা তথ্য দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে অন্যের হক নষ্ট করা, এমনকি নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিকমত পালন না করাও

প্রতারণার শামিল। রাসূল (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কসমের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমের হক বিনষ্ট করে তার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম অবধারিত করে রেখেছেন এবং জান্নাত হারাম করে রেখেছেন।"[১৫৬] প্রতারণা অত্যন্ত ঘৃণিত ও গর্হিত অপরাধ। সর্বাবস্থায় প্রতারণা বর্জন করা আবশ্যক। অতএব, আমাদের প্রত্যেককে কথা এবং কাজে প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৬.৩ কৃপণতা

কৃপণতা হচ্ছে ব্যয়কুণ্ঠতা। এটি দানশীলতার বিপরীত। কৃপণতা একটি ভয়ানক বদ-অভ্যাস। কৃপণ ব্যক্তি প্রয়োজনীয় কাজেও অর্থ ব্যয় করতে পারে না, আর ব্যয় করতে চাইলেও তার হাত প্রসারিত হয় না। একটা অদৃশ্য বর্ম যেন তার হাতকে শরীরের সাথে বেঁধে রাখে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা কার্পণ্য করতে নিষেধ করেছেন,[১৫৭] যাচঞাকারীকে কিছু না দিতে পারলেও তার সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৫৮] যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার আদেশ দেয় এবং যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্ তাদের নিন্দা করেছেন।[১৫৯] কেউ যদি কার্পণ্য করে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে আল্লাহ তার জন্য কর্মপ্রচেষ্টার পথ কঠিন করে দিবেন এবং তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।[১৬০] রাসূলুল্লাহ (স) দু'আ করার সময় কৃপণতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।[১৬১] তিনি বলেন, "প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! প্রত্যেক কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।"[১৬২]

আল্লাহর রাসূল (স) দান-সাদাকায় কখনও কার্পণ্য করেননি। তিনি ঐ ব্যক্তির ন্যায় দান করতেন যে দারিদ্র্যের ভয় করে না। রাসূল (স) বলেছেন, "উহুদ পাহাড় আমার জন্য সোনা হয়ে যাক তা আমি চাই না, তিন দিনার ব্যতীত তার সব খরচ করে ফেলা ছাড়া। অথচ লোকেরা শুধু দুনিয়া সঞ্চয় করছে আর কিছুই বুঝছে না।"[১৬৩] অর্থাৎ, তিনি পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণের মালিক হলেও ঋণ পরিশোধ বা এ জাতীয় খরচ মিটানোর জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যতীত সমস্ত সম্পদ মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন।

আর কৃপণের কাজ হল সম্পদ জমা করে আটকে রাখা। আবু যর (রা) নবি (স)-কে বলতে শুনেছেন, "সম্পদ কুক্ষীগতকারীদেরকে এমন এক উত্তপ্ত লোহার সুসংবাদ দাও যা পিঠে লাগানো হবে এবং পার্শ্বদেশ ভেদ করে বের হয়ে আসবে। আর ঘাড়ে লাগানো হবে এবং কপাল ভেদ করে বের হয়ে আসবে।"[১৬৪] অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদেরকে সুসংবাদ দাও যে, জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা পাথর তাদের কারও বুকের উপর রাখা হবে, অতঃপর তার কাঁধের হাড় ভেদ করে তা বেরিয়ে আসবে। এবং কাঁধের হাড়ের উপর রাখা হবে, আর তা বুকের স্তনাগ্র ভেদ করে বেরিয়ে আসবে এবং সে কাঁপতে থাকবে।"[১৬৫]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, "আর যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে এগুলো উত্তপ্ত করা হবে এবং এগুলো দ্বারা তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে, সেদিন বলা হবে, 'এ হচ্ছে সে জিনিস যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর।'" [সূরাহ তাওবা, আয়াত ৩৪-৩৫]

অপর এক বর্ণনায় কৃপণতার আরও কিছু ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (স) ভাষণ দিলেন, তাতে তিনি বললেন, "কৃপণতা থেকে সাবধান! কেননা কৃপণতার

কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। লোভ-লালসা তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা কৃপণতা করেছে; আর তা তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছে, তখন তারা তা ছিন্ন করেছে; আর তা তাদেরকে লাম্পট্যের দিকে প্ররোচিত করেছে, তখন তারা এতে লিপ্ত হয়েছে।"[১৬৬] এ কারণে আমাদের সকলের কৃপণতার অভ্যাস পরিত্যাগ করা উচিত।

৬.৪ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা

অশ্লীলতাকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। সাধারণভাবে বলা যায়, লজ্জাহীনতা, রুচিবিকৃতি, নগ্নতা, অশালীন কথা ও কাজ—এ সবের সমষ্টি হচ্ছে অশ্লীলতা। মানুষ যখন লজ্জা-সম্ভ্রমের বিষয়ে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন এটাকে অশ্লীলতা হিসেবে গণ্য করা হয়। আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ্য ও গোপন সকল অশ্লীলতা হারাম করেছেন,[১৬৭] এবং অশ্লীল কাজের নিকটে যাওয়াও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।[১৬৮] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, ইহকালে ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।"[১৬৯] অধিকাংশ অশ্লীলতার মূলে রয়েছে নারী-পুরুষের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক এবং এর ফলে তৈরী হওয়া পারস্পরিক আসক্তি। ব্যভিচার হচ্ছে সবচেয়ে বড় অশ্লীলতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না, অবশ্যই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পন্থা।"[১৭০]

জাহান্নামবাসীদের একটি দল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "তারা হবে এমন সব নারী যারা পোশাক পরিধান করেও নগ্ন থাকবে। তারা পরপুরুষকে আকৃষ্ট করতে চাইবে, নিজেরাও পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের চুলের খোঁপা বুখতি উটের কুঁজের মত একদিকে হেলে থাকবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ এতো এতো দূর থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়।"[১৭১]

তথ্য প্রযুক্তির সহজলভ্যতার কল্যাণে অশ্লীলতার চাবি এখন সকলের হাতের মুঠোয়। এর ফলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম বিপথগামী হয়ে যাচ্ছে। কোনো সদুপদেশ যুব সমাজকে অশ্লীলতার করাল গ্রাস থেকে যেন রক্ষা করতে পারছে না। এহেন তমসাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে আমি সবাইকে আহ্বান জানাই—আসুন, আমরা আবার আল্লাহ তা'আলার কাছে দেয়া আমাদের প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে যাই। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথভাবে আদায় করার চেষ্টা করি। এতে আশা করা যায় আমরা নিজেদেরকে অশ্লীলতার অন্ধকার থেকে হেফাজত করতে পারব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নামাজ অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কর্ম হতে।"[১৭২]

৬.৫ গিবত, চোগলখোরী ও অপবাদ

'গিবত' আরবি শব্দ। বাংলায় একে 'পরনিন্দা' বলা যায়। সামাজিক ব্যাধিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং ব্যাপক হল গিবত। আর এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হচ্ছে চোগলখোরী ও অপবাদ। একদা রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "তোমরা কি জান, গিবত কী জিনিস?" তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তখন তিনি বললেন, "গিবত হল তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে।" প্রশ্ন করা হল, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে? তিনি বললেন, "তুমি যা বলছ তা যদি আসলেই তার মধ্যে বর্তমান থাকে তবেই তুমি তার গিবত করলে। আর তা যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলে তো তুমি তাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে।"[১৭৩]

গিবত করা নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করে?"[১৭৪] এখান থেকে বোঝা যায় গিবত করা আল্লাহর দৃষ্টিতে কত বড় পাপ! যে কারণে তিনি কারও জন্য গিবত করাকে তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করার সাথে তুলনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেন, "মি'রাজের রাতে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম যাদের নখগুলো তামার তৈরী এবং তা দিয়ে তারা অনবরত তাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে আঁচড় মারছে। আমি বললাম, 'হে জিবরীল! এরা কারা?' তিনি বললেন, 'এরা সে সব লোক যারা মানুষের মাংস খেতো (অর্থাৎ, গিবত করত) এবং তাদের মান-সম্মানে আঘাত হানতো।'"[১৭৫]

চোগলখোর হচ্ছে সে ব্যক্তি যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে বলে বেড়ায়। এর ফলে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়, মানুষের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয়। এক হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন: 'মুহাম্মাদ (স) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না, চোগলখোরী কী? তা হচ্ছে কারো নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়া যা মানুষের মাঝে বলাবলি করা হয়।"'[১৭৬] হাম্মাম ইবনে আল-হারিস বর্ণনা করেন: 'এক ব্যক্তি সাধারণ লোকজনের কথাবার্তা শাসনকর্তার নিকট পৌঁছাত। একদা আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। উপবিষ্ট লোকেরা বলল, এ-ই সে ব্যক্তি যে লোকজনের কথাবার্তা শাসনকর্তার নিকট পৌঁছায়।' বর্ণনাকারী বলেন, 'এরপর সে উপস্থিত হল এবং আমাদের পাশে বসে পড়ল। তখন হুজাইফাহ (রা) বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, "কোনো চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"'[১৭৭] অন্য বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে, চোগলখোরকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়।[১৭৮] গিবতকারী ও চোগলখোরের নিন্দা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অনুসরণ করো না তার—যে পশ্চাতে নিন্দাকারী, একের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়।"[১৭৯]

অপবাদ হচ্ছে কারো নামে এমন দোষ আরোপ করা যা আসলে তার মধ্যে নেই। গিবতের সংজ্ঞাদানকারী হাদিসের বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, গিবতের চেয়েও বড় পাপ হচ্ছে অপবাদ। এটি একটি ঘৃণিত অপরাধ। অপবাদ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"[১৮০] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় এমন কোনো অপরাধের জন্য যা তারা করেনি, তারা অপবাদের ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।"[১৮১] রাসূল (স) বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের উপর এমন দোষ আরোপ করল যা থেকে সে মুক্ত, আল্লাহ তাকে 'রাদগাতুল খাবাল' নামক জাহান্নামের গর্তে বাসস্থান করে দেবেন, যতক্ষণ না সে অপবাদ প্রত্যাহার করে।"[১৮২] অতএব, এহেন পাপ থেকে আমরা সবাই নিজেদেরকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করব।

৬.৬ ঈভ টিজিং

ঈভ টিজিং হচ্ছে কোনো নারীকে অশালীনভাবে বিরক্ত করা বা উত্ত্যক্ত করা। এটি আসলে 'যৌন হয়রানী'র পরিবর্তে ব্যবহৃত একটি মার্জিত পরিভাষা। নারী হচ্ছে মায়ের জাতি। মা-বোনদের প্রতি যাদের সম্মানবোধ নেই এমন অসভ্য এবং বখাটে লোকেরা নানাভাবে ঈভ টিজিং করে। ঈভ টিজিং এর হাত থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সুন্দর দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে নবি! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না।"[১৮৩] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "মু'মিন পুরুষদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।"[১৮৪] একইভাবে নারীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "আর মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে

সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তারা যেন যা সাধারণভাবে প্রকাশিত থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে।"[১৮৫]

এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা নবি (স) এর স্ত্রীগণকে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলতে নিষেধ করেছেন[১৮৬] এবং পূর্বকালের মূর্খ নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াতে নিষেধ করেছেন।[১৮৭] রাসূল (স) এর সহধর্মিণীগণ হলেন মু'মিনদের জন্য মাতৃতুল্য। সমগ্র নারী জাতির জন্য তাঁরা আদর্শ। তাঁদের জন্য আল্লাহ যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা সমস্ত মুসলিম নারীর জন্য প্রযোজ্য। নিজেদের সুরক্ষার জন্যই আমাদের সকলের এ নির্দেশনা মেনে চলা আবশ্যক।

৬.৭ অহংকার

আল্লাহর রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হল—ইয়া রাসূলাল্লাহ! অহংকার কী? আমাদের মধ্যে কারো যদি কারুকাজ খচিত চাদর থাকে আর সে তা পরিধান করে (তবে কি অহংকার হবে)? তিনি বললেন, না। প্রশ্নকারী আবার বলল, যদি আমাদের কারো সুন্দর ফিতাযুক্ত সুন্দর একজোড়া জুতা থাকে? তিনি বললেন, না। সে পুনরায় বলল, যদি আমাদের কারো আরোহণের একটি জন্তুযান থাকে আর সে উহাতে আরোহণ করে? তিনি বললেন, না। সে বলল, যদি আমাদের কারও বন্ধু-বান্ধব থাকে এবং তারা তার সাথে উঠাবসা করে (তবে এতে কি অহংকার হবে)? তিনি বললেন, না। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে অহংকার কী? তিনি বললেন, অহংকার হচ্ছে "সত্য হতে বিমুখ থাকা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করা।"[১৮৮]

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি লুকমানের উপদেশ উদ্ধৃত করেছেন। লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[১৮৯] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই তোমার পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত সমান হতে পারবে না।"[১৯০]

হাদিসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, "ইজ্জত আমার পরিধেয় এবং অহংকার আমার চাদর। যে কেউ আমার সাথে এ দুটি জিনিস নিয়ে বিবাদ করবে (অর্থাৎ আমার সাথে তার নিজেকেও এ দুটোর হকদার মনে করবে), আমি তাকে শাস্তি দেব।"[১৯১]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবি (স) বলেছেন: "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল: মানুষ চায় যে তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক—এটিও কি অহঙ্কার? রাসূল (স) বললেন, "আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। প্রকৃতপক্ষে অহঙ্কার হচ্ছে সত্য ও ন্যায় প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।"[১৯২]

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবি (স)-কে বলতে শুনেছেন, "যে ব্যক্তি নিজেকে বড় মনে করবে অথবা তার চাল-চলনে অহঙ্কার প্রকাশ করবে, সে এমন অবস্থায় মহামহিম আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যে তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট/ক্রুদ্ধ থাকবেন।"[১৯৩] আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবি (স) বলেছেন, "এক ব্যক্তি একজোড়া কাপড় পরিধান করে, চুল আঁচড়ে, নিজেকে নিয়ে গর্বিত মনে চলা-ফেরা করছিল। হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটির নিচে ধসিয়ে

দিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে ডুবে যেতে থাকবে।"[১৯৪] রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না।"[১৯৫]

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবি (স) বলেছেন, "জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর বাদানুবাদে লিপ্ত হল। জাহান্নাম বলল, পরাক্রমশালী ও অহংকারী ব্যক্তিরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। জান্নাত বলল, দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা আমার মধ্যে প্রবেশ করবে।"[১৯৬]

অপর এক বর্ণনায় মহানবি (স) বলেন, "কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিপিলিকা সদৃশ (ক্ষুদ্রদেহ) মানুষরূপে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে। তারা চতুর্দিক থেকে লাঞ্ছনা পরিবেষ্টিত থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের 'বুলাস' নামক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। তাদের উপর লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করা হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামবাসীদের দেহনির্গত পুঁজ পান করতে দেয়া হবে।"[১৯৭]

৬.৮ ঘুষ আদান-প্রদান

ঘুষ একটি প্রশাসনিক দুর্নীতি যার সংগে আর্থিক লেনদেন জড়িত। কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী তার দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়মিত বেতন-ভাতার বাইরে যদি বাড়তি কিছু অবৈধ পন্থায় গ্রহণ করেন তবে তা ঘুষ হিসেবে বিবেচিত। নিজের পক্ষে কাজ করার বা রায় দেয়ার জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা বিচারককে যে অর্থ বা উপহার দিয়ে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করা হয় তাই হচ্ছে ঘুষ। রাসূলুল্লাহ (স) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জন্য ঐ উপহার গ্রহণকেও ঘুষ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যা অসৎ উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় না।[১৯৮] আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবি (স) আরও বলেছেন, "ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী উভয়ের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।"[১৯৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকের নিকট পেশ করো না।"[২০০] এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ঘুষ নিষিদ্ধ করেছেন। আমরা নিজেদেরকে এহেন হারাম উপার্জন থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করব।

মানব জীবনকে কলুষমুক্ত করার জন্য আরও যে সব চারিত্রিক বদ-অভ্যাস বর্জন করতে হবে সেগুলো হচ্ছে ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজন-প্রীতি, ফিতনা-ফাসাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, কাম-ক্রোধ, আলস্য ও কর্মবিমুখতা, ইত্যাদি।

৭. সালাম প্রসঙ্গ

সালাম ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার এবং ইবাদত। সালাম মানুষের মধ্যে সামাজিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে প্রথম যে বিষয়টি শিক্ষা দিয়েছেন তা হল সালাম।[২০১] আমরা সালাম দেয়ার সময় বলি "আস-সালামু 'আলাইকুম" (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) অর্থাৎ, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটি একটি অতি উত্তম সম্ভাষণ যা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে শিখিয়ে দিয়েছেন। আদম (আ) সর্বপ্রথম এ ভাষায় সম্মুখে উপবিষ্ট ফিরিশতাগণকে সালাম করেছিলেন।[২০২] সালাম একটি সম্ভাষণ হওয়ার কারণে

এর সঙ্গে একটি জবাব সংশ্লিষ্ট আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় তখন তোমরা এর চেয়ে উত্তমভাবে তার জবাব দিবে, অথবা তার অনুরূপ উত্তর দিবে।"[২০৩] আল্লাহর রাসূলও (স) সালামের জবাব দেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[২০৪] ফিরিশতাগণও আদম (আ) এর সালামের জবাব দিয়েছিলেন। জবাবে তাঁরা বলেছিলেন, "আস-সালামু 'আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ" (السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللهِ) অর্থাৎ, আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।[২০৫] উত্তরে তাঁরা 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' কথাটি বর্ধিত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এভাবেই অধিকতর উত্তম সম্ভাষণে সালামের জবাব দিতে বলেছেন।

আরও যে সকল শব্দে সালামের জবাব দেয়া যেতে পারে—

1. ওয়া 'আলাইকাস সালাম (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ) অর্থাৎ, তোমার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।[২০৬] এর বহুবচন রূপ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ
2. ওয়া 'আলাইকাস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহ (وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ)।[২০৭]
3. ওয়া 'আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ (وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ)।[২০৮]
4. জবাব হিসেবেও "আস-সালামু 'আলাইকুম" (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)।[২০৯]
5. প্রেরিত সালামের জবাব: ওয়া 'আলাইহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ (وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ) অর্থাৎ, তার উপরও শান্তি এবং আল্লাহর রহমত।[২১০]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, সে ব্যক্তি সবচাইতে বড় কৃপণ যে সালাম দিতে কার্পণ্য করে।[২১১] হাসান (রা) বলেন, সালাম দেয়া নফল (ঐচ্ছিক), কিন্তু তার জবাব দেয়া ফরয (আবশ্যিক)।[২১২] যে ব্যক্তি সালামের জবাব দিলো তার জন্য শান্তি, আর যে সালামের জবাব দিলো না তার জন্য কিছুই নেই।[২১৩]

যাইদ ইবনে ওয়াহাব আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন একটি লোকসমষ্টিকে সালাম দেয় এবং তারা এর জবাব দেয়, তখন তাদের চেয়ে সালাম দাতার একটি মর্যাদা বেশি হয়। কেননা সে তাদেরকে সালামের (শান্তিদাতার) কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যদি তারা তার সালামের জবাব একান্তই না দেয়, তবে এমন একজন তার উত্তর দেন যিনি তাদের চেয়ে উত্তম ও পবিত্র।[২১৪] অর্থাৎ, ডান পাশের ফিরিশতা।

সালাম এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের অন্যতম বিশেষ অধিকার।[২১৫] সালাম বিনিময় মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে। রাসূল (স) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয়ের খবর দেব না যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে সক্ষম হবে? তা হল তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে।"[২১৬] অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, "তোমরা সালামের বহুল প্রসার কর, তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে।"[২১৭] আরেক বর্ণনা অনুযায়ী সালামের বহুল প্রচলন জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম হবে।[২১৮] তিনি আরও বলেছেন, "সালাম হল মহান আল্লাহর নামসমূহের একটি। তিনি দুনিয়াবাসীর জন্য তা দান করেছেন।"[২১৯] "এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বরকতপূর্ণ ও পবিত্র বাক্য।"[২২০] আমাদের উচিত এটি শক্তভাবে ধারণ করা। পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া ইসলামের একটি উত্তম কাজ।[২২১]

রাসূলুল্লাহ (স) এর সাহাবাগণ সালাম আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে জনসমাবেশে বের হতেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এমন একজন সাহাবি। তিনি বাজারে যেতেন কেবল মানুষকে সালাম দেয়ার জন্য। বাজারে যাওয়ার পথে তাঁর সাথে কোনো মামুলী লোক, দোকানদার, ফকির, মিসকিন বা অন্য যে কোনো লোকের সাক্ষাৎ হতো, তিনি তাকে সালাম দিতেন।[২২২] এটি আমাদের জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

আবু হুরাইরাহ (রা) বলেন, কোনো ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে সে যেন তাকে সালাম দেয়। যদি তাদের মধ্যে কোনো গাছ বা প্রাচীর অন্তরায় হয়, অতঃপর পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ হয়, তখনও যেন তাকে সালাম দেয়।[২২৩]

আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, নবি (স) এর সহচরবর্গের পথে যদি কোনো বৃক্ষ প্রতিবন্ধক হতো, তাদের একদল গাছের ডান পাশ দিয়ে এবং অপর দল বাম পাশ দিয়ে যেতেন। তবে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ হওয়া মাত্র তারা পরস্পর সালাম বিনিময় করতেন।[২২৪]

সালাম যত উত্তম ভাষায় দেয়া হয় তার ফযিলত তত বেশি। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবি (স) এর কাছে এসে বলল, আস-সালামু 'আলাইকুম। নবি (স) বললেন, "দশ" (অর্থাৎ, তার দশ নেকি হল)। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল, আস-সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। নবি (স) বললেন, "বিশ।" তারপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আস-সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নবি (স) বললেন, "তিরিশ।"[২২৫] এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সালামের মধ্যে প্রতিটি বর্ধিত দু'আর জন্য দশটি করে নেকি পাওয়া যায়।

অনুরূপে সালামের জবাবের ক্ষেত্রেও প্রতিটি বর্ধিত দু'আর জন্য বর্ধিত নেকি। উমর (রা) বলেন, একদা আমি আবু বকরের (রা) বাহনে তাঁর সহযাত্রী ছিলাম। তিনি যে কোনো জনগোষ্ঠীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন, তাদেরকে 'আস-সালামু আলাইকুম' বলে অভিবাদন করতেন। উত্তরে তারা বলতো, 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।' আর তিনি 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বললে তারা বলতো 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।' তখন আবু বকর (রা) বললেন, 'লোকজন আজ আমাদের চাইতে অনেক বেশি সওয়াবের অধিকারী হয়ে গেল।'[২২৬]

কারও গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনার প্রাক্কালে গৃহবাসীদের উদ্দেশ্যে সালাম জানানোর জন্য পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, অনুমতি প্রার্থনা এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেয়া ব্যতীত।"[২২৭] এমনকি নিজ গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করবে অভিবাদনস্বরূপ যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র।"[২২৮]

সালামের কতিপয় আদবঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

- বয়োকনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠকে সালাম দিবে।[২২৯] তবে রাসূল (স) শিশু-কিশোরদেরও সালাম করেছেন।[২৩০]
- অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোকদের সালাম দিবে।[২৩১]
- পদচারী ব্যক্তি উপবিষ্টকে সালাম দিবে।[২৩২]
- পদচারী ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে সালাম দিবে।[২৩৩]

- আরোহী ব্যক্তি পদচারীকে সালাম দিবে।[২৩৪]
- উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ণগোচর করে সালাম দিবে।[২৩৫]
- কেউ মজলিসে এসে পৌঁছালে সে সালাম দিবে, আবার যখন উঠে যেতে চায় তখনও সালাম দিবে।[২৩৬]
- দু'জন পদচারী ব্যক্তি যখন একত্র হয়, তখন তাদের মধ্যে যে আগে সালাম দেয় সে উত্তম।[২৩৭]

আবু উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রাসূল! দুই ব্যক্তি সামনা-সামনি হলে কে প্রথম সালাম দিবে?' তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে যে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী সে।"[২৩৮] এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেয় সে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।

সালামের গুরুত্ব ও মর্যাদা এতটাই অধিক যে, পরকালে জান্নাতবাসীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিবাদনও হবে সালাম। পবিত্র কুরআনে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে সম্ভাষণ।"[২৩৯] অন্য আয়াতে তিনি বলেন, "যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে 'সালাম'।"[২৪০] ফিরিশতাগণও তাদেরকে বলবে, "তোমাদের প্রতি 'সালাম'।"[২৪১] জান্নাতিদের পারস্পরিক অভিবাদনও হবে 'সালাম'।[২৪২]

৮. একটি বিশেষ শিষ্টাচার: ডান-বাম ব্যবহারবিধি

সমস্ত ভাল ও সম্মানজনক কাজ-কর্মে ডান হাত ব্যবহার করা, ডান দিককে অগ্রাধিকার দেয়া এবং ডান দিক থেকে শুরু করা উত্তম। আল্লাহ তা'আলা ডান পার্শ্বকে সম্মানিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, "যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে—এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ।"[২৪৩] তিনি আরও বলেন, "যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজ হয়ে যাবে।"[২৪৪] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "ডান দিকের লোকেরা, কত ভাগ্যবান ডান দিকের লোকেরা! এবং বাম দিকের লোকেরা, কত হতভাগ্য বাম দিকের লোকেরা!"[২৪৫]

আয়িশা (রা) বলেন, "নবি (স) জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো, পবিত্রতা অর্জন করা তথা সকল (ভাল) কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।"[২৪৬]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: "যখন তোমাদের কেউ জুতা পরে তখন সে যেন ডান দিক থেকে শুরু করে, আর যখন খোলে তখন যেন বাম দিক থেকে শুরু করে। ডান পায়ের জুতা আগে পরবে এবং শেষে খুলবে।"[২৪৭]

আয়িশা (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে, নবি (স) ডান পার্শ্বে কাত হয়ে বিশ্রাম নিতেন।[২৪৮] তিনি বারাআ ইবনে আযিব (রা)-কে ঘুমানোর সময় ডান পাশের উপর কাত হয়ে শোয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[২৪৯]

ইবনে উমর (রা) মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা দিতেন এবং বের হবার সময় আগে বাম পা দিতেন।[২৫০]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবি (স) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকে যেন ডান হাতে গ্রহণ করে এবং ডান হাতে দান করে, কারণ শয়তান বাম হাতে দেয় এবং বাম হাতে গ্রহণ করে।"[২৫১] হাদিসে এমনও বর্ণিত আছে, 'তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে কিছু গ্রহণ না করে এবং প্রদানও না করে।'[২৫২]

রাসূল (স) ডান হাত দিয়ে শৌচকর্ম করতে নিষেধ করেছেন।[২৫৩] তিনি বাম হাতে শৌচকার্য সম্পাদন করতেন।[২৫৪]

আমরা ডান-বামের বর্ণিত শিষ্টাচারগুলো পালন করার চেষ্টা করব।

৯. পানাহারের শিষ্টাচার

উমর ইবনে আবু সালামাহ (রা) বলেন, 'ছেলেবেলায় আমি রাসূলুল্লাহ (স) এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাওয়ার প্লেটে আমার হাত সবদিকে ঘুরত। রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, "হে বৎস, আল্লাহর নাম নাও, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনে থেকে আহার কর।" এর পর থেকে আমি সবসময় এ নিয়মে খাদ্য গ্রহণ করতাম।'[২৫৫]

অতএব, আমরা আল্লাহর নামে খাওয়া শুরু করব, অর্থাৎ, খাওয়ার শুরুতে আমরা বিসমিল্লাহ (بِسْمِ اللهِ) বলবো। কেউ যদি খাবার গ্রহণের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে যায়, তবে মনে পড়ার পর সে যেন বলে 'বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু' (بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ) অর্থাৎ, আল্লাহর নামে, প্রথমে এবং শেষে।[২৫৬]

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে আরও বর্ণিত যে, নবি (স) বলেছেন, যখন কোনো লোক খাওয়ার আগে মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে (বিসমিল্লাহ বলে) তখন শয়তান তার সাথীদের বলে, এখানে তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। আর যখন সে খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, তখন শয়তান বলে, তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল।[২৫৭]

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে এক বর্ণনায় রাসূল (স) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে পানাহার না করে, কারণ শয়তান বাম হাতে পানাহার করে।"[২৫৮]

কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) তিন আঙ্গুলে আহার করতেন এবং আহার শেষে আঙ্গুল চেটে খেতেন।[২৫৯] জাবির (রা) বলেন, নবি (স) আঙ্গুল ও বর্তন চেটে খাওয়ার আদেশ করেছেন।[২৬০]

আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) পান করার মাঝে তিনবার শ্বাস নিতেন এবং বলতেন: এটি অধিক পিপাসা নিবারণকারী, অধিক স্বাস্থ্যসম্মত এবং এতে সহজে গলাধঃকরণ হয়।[২৬১] আনাস (রা) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, নবি (স) লোকদেরকে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা বলেন: আমরা বললাম, তবে দাঁড়িয়ে খাওয়া? তিনি বললেন, সেটা তো আরও খারাপ, আরও বেশি দূষণীয়।[২৬২]

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।[২৬৩]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবি (স) কখনও কোনো খাবারের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করেননি। ভাল লাগলে তিনি খেতেন, আর ভাল না লাগলে রেখে দিতেন।[২৬৪]

হেলান দিয়ে আহার করা শিষ্টাচার ও বিনয়ের পরিপন্থী। আবু জুহাইফাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "আমি হেলান দিয়ে আহার করি না।"[২৬৫]

আবু উমামা (রা) বলেন, নবি (স) খাদ্যগ্রহণ শেষে বলতেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

অর্থ: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, অনেক অনেক প্রশংসা যা পবিত্র ও বরকতময়। হে আমাদের প্রতিপালক, এ থেকে কখনো বিমুখ হতে পারবো না, বিদায় নিতে পারবো না এবং এ থেকে অমুখাপেক্ষী হতেও পারবো না।"[২৬৬] আমরা এ দু'আর সবটুকু বলতে না পারলেও অন্তত 'আলহামদু লিল্লাহ' কথাটি অবশ্যই বলবো।

খাদ্য গ্রহণের শুরুতে আল্লাহর নাম নেয়া এবং শেষে আল্লাহর প্রশংসা করার বিশেষ তাৎপর্য আছে। খাদ্য একমাত্র আল্লাহর দান। আল্লাহ ছাড়া আর কারও পক্ষে এটি দেয়া সম্ভব নয়। তাই খাদ্য গ্রহণের পর আল্লাহর প্রশংসা করা তথা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা যদি খাওয়ার শুরুতে **বিসমিল্লাহ** এবং শেষে অন্তত **আলহামদু লিল্লাহ** বলি তাহলে এতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি: "মানুষ পেটের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট কোনো পাত্র ভর্তি করে না। যতটুকু আহার করলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব, ততটুকু খাদ্যই কোনো আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।"[২৬৭]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "দু'জনের খাবার তিন জনের জন্য যথেষ্ট এবং তিন জনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট।"[২৬৮]

১০. দুনিয়া বনাম আখিরাত

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি, যদ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে হলুদ বর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবন ধোঁকার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।"[২৬৯]

(২) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "যারা শুধু পার্থিব জীবন ও এর শোভা কামনা করে, আমি তাদের কৃতকর্মের পূর্ণফল দুনিয়াতেই দান করি এবং সেখানে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। তাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা করেছিল আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করছে তা নিরর্থক।"[২৭০]

(৩) শেষ বিচারের দিন আল্লাহ বলবেন, "তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?" তারা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ; আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন।'[২৭১]

(৪) অন্যত্র তিনি বলেন, "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সে দিনের, যে দিন পিতা সন্তানের কোনো উপকারে আসবে না, সন্তানও কোনো উপকারে আসবে না তার পিতার। আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কাজেই পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত করতে না পারে। এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।"[২৭২]

(৫) যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে, সে দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা হতে, এবং তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে। সে দিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।[২৭৩]

(৬) হায়, তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম এবং শ্রবণ করলাম, এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ কর, আমরা সৎকর্ম করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।'[২৭৪]

(৭) সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আখিরাতের জীবনই সত্যিকারের জীবন।"[২৭৫] সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "জান্নাতের মাঝে এক চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।"[২৭৬]

(৮) মুসতাওরিদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া হচ্ছে এতটুকু, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রের পানিতে তার একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে তুলে আনল। সে দেখুক তার আঙ্গুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরেছে।"[২৭৭]

(৯) মুসতাওরিদ (রা) আরও বলেন, আমি একটি আরোহী দলের মধ্যে ছিলাম, যারা রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে একটি মৃত বকরীর পাশে এসে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ (স) প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কী মনে কর, বকরীটি তার মনিবের নিকট মূল্যহীন হওয়ায় সে তা ফেলে দিয়েছে?" তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা মূল্যহীন হওয়ার কারণেই তারা ফেলে দিয়েছে। তিনি বললেন, "তার মনিবের নিকট এটা যতখানি মূল্যহীন, আল্লাহ তা'আলার নিকট এ পৃথিবীটা তার চেয়েও অধিক মূল্যহীন।"[২৭৮]

(১০) সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলার নিকট এ পৃথিবীর মূল্য যদি একটি মশার ডানার সমানও হত তাহলে তিনি কোনো অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে এখান থেকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।"[২৭৯]

১১. আরও কিছু উপদেশ ও সতর্কবাণী

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মু'মিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর কোনো নারী যেন অপর কোনো নারীকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না।"[২৮০]

(২) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক, কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।"[২৮১]

(৩) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় এবং তা গুণে গুণে রাখে। সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কক্ষনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। তুমি কি জান, হুতামা কী? ওটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত হুতাশন।"[২৮২]

(৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "প্রাচুর্য এর প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটা সংগত নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আবার বলি, এটা উচিত নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে (অবশ্যই তোমরা এরূপ করতে না)। তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই। আবার বলি, তোমরা তা দেখবে চাক্ষুষ প্রত্যয়ে। অতঃপর সেদিন তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[২৮৩]

(৫) মহান আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল আর সুদকে করেছেন হারাম।"[২৮৪] তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন।"[২৮৫] তিনি আরও বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের বকেয়া যা আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মু'মিন হও।"[২৮৬]

(৬) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সুদখোর, সুদদাতা, এর সাক্ষী এবং সুদের দলিল লেখক, সকলের উপর অভিসম্পাত করেছেন।[২৮৭]

(৭) এক ব্যক্তি নবি (স) এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালোবাসবে।' রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। আর মানুষের নিকট যা আছে তার প্রতি তুমি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে।"[২৮৮]

(৮) রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, "দুনিয়াতে যে দ্বি-মুখী স্বভাবের লোক, কিয়ামতের দিন তার আগুনের দুটি জিহ্বা হবে।"[২৮৯] আবু হুরাইরা (রা) থেকে অপর এক বর্ণনায় নবি (স) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহর কাছে ঐ লোকদেরকে সবচেয়ে খারাপ পাবে যারা দু'মুখো। তারা এদের সম্মুখে একরূপে আসতো, আর ওদের সম্মুখে অন্যরূপে আসতো।"[২৯০]

(৯) আয়িশা (রা) থেকে অপর এক বর্ণনায় নবি (স) বলেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে খারাপ যাকে মানুষ তার অশালীন আচরণের ভয়ে ত্যাগ করেছে বা বর্জন করেছে।"[২৯১]

(১০) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। যে কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ ঢেকে রাখবেন।"[২৯২]

(১১) অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "যে কেউ কষ্টে পতিত ব্যক্তির বিষয় সহজ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া এবং আখিরাতে তার বিষয়সমূহ সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। বান্দাহ যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন।"[২৯৩]

(১২) আবু হুরাইরা (রা) থেকে অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, "তোমরা খারাপ ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, খারাপ ধারণা প্রসূত বিষয় সবচেয়ে বড় মিথ্যা। আর তোমরা একে অন্যের দোষ অনুসন্ধান করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, ঝগড়া-বিবাদ করো না, পরস্পরে হিংসা করো না, ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করো না, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে যাও।"[২৯৪]

(১৩) মুতাররিফ (রহ) থেকে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট গেলেন। তখন তিনি বলছিলেন, "সম্পদ জমানোর প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে" (সূরা আত-তাকাসুর-১)। তিনি আরও বললেন, "আদম সন্তান বলে—আমার মাল, আমার সম্পদ। কিন্তু তোমার সম্পদের যা তুমি দান-সাদাকা করে (আল্লাহর কাছে) জমা করেছ, অথবা যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ, অথবা যা তুমি পরিধান করে জীর্ণ করেছ, তা ব্যতীত তোমার নিজের বলতে আর কিছুই নেই।"[২৯৫]

(১৪) আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "কোনো আদম সন্তানের অধীনে যদি এক উপত্যকা ভর্তি স্বর্ণ থাকে তবুও সে দ্বিতীয় একটি স্বর্ণভর্তি উপত্যকা অর্জনের ইচ্ছা করবে। মাটি ব্যতীত অন্য কিছুই তার মুখ ভর্তি করতে পারবে না।"[২৯৬]

(১৫) আবু যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "ধনীরাই আসলে কিয়ামতের দিন গরীব হবে। তবে যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং এ সম্পদ সে ডানে, বামে, সামনে, পেছনে সাদাকা করে আর মঙ্গলজনক কাজে ব্যয় করে (সে এর ব্যতিক্রম)।"[২৯৭]

(১৬) আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "ধনের আধিক্য হলেই ধনী হয় না, অন্তরের ধনীই প্রকৃত ধনী।"[২৯৮]

(১৭) আবু হুরাইরা (রা) থেকে আরও বর্ণিত, নবি (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"[২৯৯] অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ ত্যাগ করা ইসলামের সৌন্দর্য।[৩০০]

(১৮) রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের অধিকারের পরোয়া করে না।"[৩০১] অতএব, আমরা সব সময় ছোটদেরকে স্নেহ করব এবং বড়দেরকে সম্মান করব। তাহলে পরিবারে এবং সমাজে শান্তির অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করবে।

(১৯) আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সম্পদ, সম্মান ও জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করা হারাম। কোনো ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রমাণিত হওয়ার জন্য এ টুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করে।"[৩০২]

(২০) ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবি (স) বলেছেন, "আমাকে জাহান্নাম দেখানো হল। (আমি দেখলাম,) তার অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী যারা কুফরী করে।" জিজ্ঞেস করা হল, 'তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে?' তিনি বললেন, "তারা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয় এবং ইহসান (অনুগ্রহ/দয়া) অস্বীকার করে। তুমি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, অতঃপর সে তোমার মধ্যে সামান্য অবহেলা দেখে, তখন সে বলে ফেলে, আমি কক্ষনো তোমার কাছে ভাল কিছু দেখিনি।"[৩০৩]

(২১) আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তুরাজি তৈরী করে রেখেছি, যা কোনো চক্ষু কখনও দর্শন করেনি, কোনো কর্ণ যা শ্রবণ করেনি, এবং কোনো অন্তর যা কোনোদিন কল্পনাও করেনি।' এ সব সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এগুলো ছাড়া যা কিছু তোমরা দেখছ, তার কোনো মূল্যই নেই।" তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন, "কেহই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ" (আস-সাজদা- ১৭)।[৩০৪]

হিন্দুধর্মের নৈতিক শিক্ষা

১২. পবিত্র বেদ এর বাণীসমূহ

এবার আমরা দেখব, হিন্দুধর্ম আমাদেরকে কী কী নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। হিন্দুধর্মের সবচেয়ে পবিত্র গ্রন্থ হচ্ছে বেদ। এখন আমি পবিত্র বেদ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব।

- মহাজ্ঞানীরা এক প্রভুকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকেন।[৩০৫]
- তাঁর কোনো প্রতিমা নেই। তিনি হচ্ছেন এমন সত্তা যিনি জন্মগ্রহণ করেননি, তিনি আমাদের উপাসনার যোগ্য।[৩০৬]
- আদিতে তিনিই ছিলেন। সৃষ্টির সব কিছুর উৎসও তিনি। সমগ্র অস্তিত্বের তিনিই প্রভু। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে বিরাজমান সব কিছুর তিনিই লালনকারী। অন্য কারো কাছে নয়, শুধুমাত্র সেই মহাপ্রভুর কাছেই আমাদের সব কিছু সমর্পণ করছি।[৩০৭]
- সত্যজ্ঞানী তিনিই, যিনি জানেন প্রভু এক এবং অদ্বিতীয়; তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্ব বিষয়ে একক ক্ষমতার অধিকারী। প্রাণ এবং নিষ্প্রাণের সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে। সকল ক্ষমতার কেন্দ্রে তিনি একক, অনন্য।[৩০৮]
- প্রভু হে! আমাদেরকে সর্বোত্তম আত্মিক পথে, আলোকিত পথে পরিচালিত করো। আমরা যেন সব সময় সত্য-মিথ্যার পার্থক্য অনুধাবন করতে পারি।[৩০৯]
- যারা প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের (যেমন- বাতাস, পানি, অগ্নি, ইত্যাদি) উপাসনা করে তারা অন্ধকারে প্রবেশ করেছে। আর যারা সৃষ্ট জিনিসের (যেমন- পুতুল, মূর্তি, প্রতিমা, ইত্যাদি) উপাসনা করে তারা অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে।[৩১০]
- হে মানুষ! ওঠো! দাঁড়াও! পতিত হওয়া তোমার স্বভাবজাত নয়। জ্ঞানের আলোকবর্তিকা শুধুমাত্র তোমাকেই দেওয়া হয়েছে, যা দিয়ে তুমি সকল অন্ধকূপ এড়িয়ে যেতে পার।[৩১১]
- যারা সৎ পথে কঠোর পরিশ্রম করে এবং পরস্পরকে সহযোগিতা করে, তাদেরকেই প্রভু সাহায্য করেন।[৩১২]
- বিদ্বান ও সচ্চরিত্র লোকদের সাথে বন্ধুত্ব কর, দুশ্চরিত্রদের বর্জন কর।[৩১৩]

- সদা সত্যাশ্রয়ী ও সত্যবাদী হও।[৩১৪]
- জীবনের প্রতিটি স্তরে অনিয়ন্ত্রিত রাগ ও ক্রোধ থেকে দূরে থাক।[৩১৫]
- কখনো জুয়া খেলবে না। পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ ভোগ কর ও তৃপ্ত থাক। পরিশ্রমলব্ধ সম্পদই সত্যিকারের সুখ দিতে পারে।[৩১৬]
- জীবনের প্রতিটি স্তরে সব ধরনের ঋণ থেকে মুক্ত থাকো।[৩১৭]
- হে নেতা! হে পুরোধা! পাহাড়ের মত দৃঢ় এবং অজেয় হও। কর্তব্য পালনে সব সময় অবিচল থাক।[৩১৮]
- কর্কশ স্বরে কথা বলো না, তিক্ত কথা যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে না যায়।[৩১৯]
- সত্যিকারের ধার্মিক সব সময় মিষ্টভাষী ও অন্যের প্রতি সহমর্মী হয়।[৩২০]
- সমাজকে ভালবাসো। ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। দুর্গতকে সাহায্য কর। সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা রাখার শক্তি অর্জন কর।[৩২১]
- এসো প্রভুর সেবক হই, গরীব ও অভাবীদেরকে দান করি।[৩২২]

১৩. শ্রীমৎ ভগবদ গীতা থেকে

হিন্দুধর্মের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে গীতা। এখন আমরা গীতা থেকে কিছু নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করব।

- তিনি সেই সত্তা যাকে কেউ জন্ম দেয়নি, তাঁর কোনো শুরু নেই, তিনি হচ্ছেন জগৎসমূহের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী প্রভু।[৩২৩]
- যাদের বুদ্ধি-জ্ঞান পার্থিব কোনো বস্তু দ্বারা চুরি হয়ে গেছে তারাই উপদেবতার উপাসনা করে।[৩২৪]
- কলম যত দামীই হোক ভেতরে কালি না থাকলে তা যেমন মূল্যহীন, তেমনই মানুষ যত শিক্ষিতই হোক না কেন মনুষ্যত্ববোধ না থাকলে সে শিক্ষাও অর্থহীন।[৩২৫]
- কাম, ক্রোধ এবং লোভ হচ্ছে নরকের তিনটি দরজা।[৩২৫]
- কর্ম করে যাও, কিন্তু ফলের আশা করো না।[৩২৫]
- মানুষ নিজের বিশ্বাসের দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে, যেমনটা সে বিশ্বাস করে তেমনটাই সে হয়ে উঠে।[৩২৫]
- কথা ও কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দিও না।[৩২৫]
- প্রত্যেক কাজ ধৈর্য এবং করুণার সাথে কর।[৩২৫]
- কর্ম ত্যাগ করা সন্ন্যাস নয়, কর্মফলের আশা ত্যাগ করাই সন্ন্যাস।[৩২৫]
- কোনো জিনিসই অতিরিক্ত হওয়া ভাল নয়, দুটি জিনিস ছাড়া—১. জ্ঞান, আর ২. ভদ্রতা।[৩২৫]
- এমন কেউ নেই যে এ সংসারে ভাল কর্ম করেছে আর তার অন্ত খারাপভাবে হয়েছে।[৩২৫]

- অহংভাবই মানুষের মধ্যে বিভিন্নতার সৃষ্টি করে।[৩২৫]
- যখন কোনো ব্যক্তির কাছে মান, যশ ও অর্থ—এ তিনটি জিনিসই থাকে, তখন সে মানুষকে আর মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না। তখন সে ভুলে যায় যে তার থেকেও শক্তিশালী কেউ আছে এই পৃথিবীতে, আর সেটা হল 'সময়'।[৩২৫]

খ্রিস্টধর্মের নৈতিক শিক্ষা

১৪. পবিত্র বাইবেল

খ্রিস্টধর্মের পবিত্র গ্রন্থ বাইবেল। এবার আসুন, পবিত্র বাইবেল থেকে কিছু নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করি—

- আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক। তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করো না। উপরিস্থ স্বর্গে, নিচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নিচস্থ জলমধ্যে যা যা আছে তাদের কোনো মূর্তি নির্মাণ করো না; তুমি তাদের কাছে প্রণিপাত করো না এবং তাদের সেবা করো না। কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, স্বগৌরব রক্ষণে উদযোগী ঈশ্বর।[৩২৬]
- আমি সদাপ্রভু, এটাই আমার নাম। আমি আপন গৌরব অন্যকে কিংবা আপন প্রশংসা খোদিত প্রতিমাগণকে দেব না।[৩২৭]
- তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো ও তোমার শত্রুকে ঘৃণা করো। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা তোমাদের শত্রুদেরও ভালবাসো এবং যারা তোমাদের অত্যাচার করে তোমরা তাদের জন্য প্রার্থনা কর।[৩২৮]
- তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটো আছে তা-ই কেন দেখছ, তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ আছে তা কেন দেখছ না?[৩২৯]
- সরু দরজা দিয়ে প্রবেশ কর; কারণ বিনাশে যাবার দরজা চওড়া এবং পথও চওড়া এবং অনেকেই তা দিয়ে প্রবেশ করে।[৩৩০]
- যে কেউ নিজেকে উঁচু করে, তাকে নিচু করা হবে। আর যে কেউ নিজেকে নিচু করে, তাকে উঁচু করা হবে।[৩৩১]
- আর যখন তোমরা প্রার্থনা করতে দাঁড়াও, যদি কারো বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কর; যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করেন।[৩৩২]
- অন্যের কাছ থেকে যে আচরণ তোমরা প্রত্যাশা কর, অন্যের প্রতিও ঠিক সে আচরণই তোমরা কর।[৩৩৩]
- তুমি যখন ভিক্ষা দাও, তোমার ডান হাত কী দিচ্ছে তা যেন তোমার বাম হাত জানতে না পারে। তোমার এ ভিক্ষাদান গোপন থাকুক। তাহলে তোমার পিতা যিনি গোপনে সব কিছু দেখতে পান, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।[৩৩৪]

- যারা তোমাদের অভিশাপ দেয় তাদের আশীর্বাদ করো, যারা তোমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তাদের জন্য প্রার্থনা কর।[৩৩৫]
- ধন্য তারা, যারা ন্যায় রক্ষা করে। ধন্য সে, যে সতত ধর্মাচরণ করে।[৩৩৬]
- যে কেউ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থালঙ্ঘনও করে, আর ব্যবস্থালঙ্ঘনই পাপ।[৩৩৭]
- ধন্য যারা দয়াশীল, কারণ তারাও দয়া পাবে।[৩৩৮]
- রাগ করা বন্ধ কর, মেজাজ দেখানো ত্যাগ কর, উতলা হয়ো না, কারণ তা তোমাকে কেবল মন্দের দিকেই নিয়ে যাবে।[৩৩৯]
- তোমার যৌবন কাউকে তুচ্ছ করতে দিও না। বাক্যে, আচার-ব্যবহারে, প্রেমে, বিশ্বাসে ও শুদ্ধতায় বিশ্বাসীগণের আদর্শ হও।[৩৪০]
- এক নতুন আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি, তোমরা একে অন্যকে ভালবাসবে, আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, সুতরাং তোমরাও একে অন্যকে ভালবাস।[৩৪১]
- তুমি ব্যভিচার করবে না, তুমি হত্যা করবে না, তুমি চুরি করবে না, তুমি লোভ করবে না। এ সমস্ত আদেশ তুমি মেনে চলবে। তুমি যেমন নিজেকে ভালবাস, ঠিক তেমনি তুমি তোমার প্রতিবেশীকেও ভালবাসবে।[৩৪২]

১৫. উপসংহার

শেষ করার আগে বলতে চাই, আমরা ধর্মগ্রন্থের এ উপদেশগুলো মেনে চলার চেষ্টা করব। বিশেষভাবে আমাদের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বিনয়ের সাথে বলতে চাই,

- নৈতিকতার অনুশীলনে আমরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করব যাতে আমাদেরকে দেখে শিক্ষার্থীরা আরও উৎসাহিত হয়।
- পেশাগত দায়িত্বের প্রতি আমরা আরও যত্নবান হব।
- শিক্ষকতাকে শুধু একটি চাকরি হিসেবে নয়, বরং একটি মহান পেশা হিসেবে গ্রহণ করব।*
- প্রতিটি ক্লাসের আগে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করব।
- যথাসময়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করব এবং সময়মত বের হব।
- পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট হব।
- শিক্ষার্থীদেরকে আলোকিত মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখাব।
- অর্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের কার্যক্রম যেন সর্বদা বিধিসম্মত এবং স্বচ্ছ থাকে।

সুপ্রিয় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই,

- নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ভালবাসবে এবং শিক্ষকমণ্ডলীকে সম্মান করবে।*
- তোমরা নিয়মিত ক্লাস করবে।
- একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কলেজে আসতে নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান করবে।*
- শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে।*

- শুধু পরীক্ষা পাস নয়, জ্ঞানার্জনের জন্য লেখাপড়া করবে।
- কলেজে লেখাপড়ার পরিবেশ ও শৃঙ্খলা বজায়ে রাখতে সাহায্য করবে।
- সহপাঠীদের সঙ্গে সদাচরণ করবে।*
- ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি ও সেমিনারের বই যত্ন সহকারে ব্যবহার করবে।
- ক্লাসরুমের দেয়ালে, আসবাবপত্রে অথবা বোর্ডে অশালীন মন্তব্যসহ যে কোনো প্রকার অপ্রয়োজনীয় লেখালেখি থেকে বিরত থাকবে।*
- কলেজ প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে 'র‍্যাগ ডে' পালন করা যাবে। তবে 'র‍্যাগ ডে' নামে নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, ডিজে পার্টি, ইত্যাকার সকল অনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকবে।[৩৪৩]
- এ কলেজ আমাদের সকলের সম্পদ। এর অবকাঠামো অথবা আসবাবপত্র, কোনো কিছু যেন আমাদের হাতে নষ্ট না হয়।
- তোমাদের জীবনের প্রথম লক্ষ্য হবে **"মানবিক গুণসম্পন্ন একজন ভাল মানুষ হওয়া।"** এরপর যে কোনো পেশায় নিয়োজিত হয়ে তোমরা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে।
- প্রাত্যহিক সমাবেশে যে শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় সেগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করবে।
- একাডেমিক পড়াশুনার পাশাপাশি নিয়মিত নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ থেকেও কিছু পড়াশুনা করবে। এটি তোমাকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে নিজেকে তৈরী করতে সাহায্য করবে।

*** *** *** *** *** ***

তথ্যসূত্র

[১] সূরাহ বাকারা, আয়াত ২; সূরাহ ইউনুস, আয়াত ৫৭।
[২] সূরাহ যুমার, আয়াত ২৩।
[৩] সূরাহ আন'আম, আয়াত ১৫৫।
[৪] সূরাহ মুদ্দাসসির, আয়াত ৫৪-৫৫।
[৫] সূরাহ বাকারাহ, আয়াত ১৫১।
[৬] সূরাহ আহযাব, আয়াত ২১।
[৭] সূরাহ কালাম, আয়াত ৪।
[৮] সূরাহ বনী-ইসরাঈল, আয়াত ৮২।
[৯] সূরাহ আম্বিয়া, আয়াত ১০৭।
[১০] সূরাহ সাবা, আয়াত ২৮।
[১১] সূরাহ হাশর, আয়াত ৭।
[১২] সূরাহ তাগাবুন, আয়াত ১২; সূরাহ মুহাম্মাদ, আয়াত ৩৩।
[১৩] সূরাহ যারিয়াত, আয়াত ৫৬
[১৪] হাদিস নং ৭৩৭৩, কিতাবুত তাওহীদ, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম, সৌদি আরব।
[১৫] সূরাহ বাকারা, আয়াত ২৫।

[১৬] সূরাহ বাকারা, আয়াত ৩৯; সূরাহ মায়িদা, আয়াত ৭২।
[১৭] সূরাহ বনী-ইসরাঈল, আয়াত ২৩-২৪।
[১৮] সূরাহ লুকমান, আয়াত ১৪।
[১৯] সূরাহ আল-বাকারা, আয়াত ২১৫।
[২০] Hadith No. 5971, The Book of Al-Adab (Good Manners), The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), Volume 8, Page 17, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[২১] Hadith No. 6510, The Book of Al-Bir, Nurturing Ties and Manners; English Translation of Sahih Muslim, Compiled by Imam Abul Hussain Muslim Ibn al-Hajjaj, Darussalam, KSA.
[২২] Hadith No. 5973, The Book of Al-Adab (Good Manners), The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), Volume 8, Page 18, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[২৩] Hadith No. 5976, The Book of Al-Adab (Good Manners), The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), Volume 8, Page 21, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[২৪] Hadith No. 5978, The Book of Al-Adab (Good Manners), The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), Volume 8, Page 22, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[২৫] হাদিস নং ৫১৩৭, কিতাবুল আদাব, সুনান আবু দাউদ, দারুস সালাম।
[২৬] হাদিস নং ১৯০০, সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা অধ্যায়, জামি‘ আত-তিরমিযি, দারুস সালাম।
[২৭] Hadith No. 6513, 6514, The Book of Al-Bir, Nurturing Ties, and Manners; Sahih Muslim, Darussalam, KSA.
[২৮] Hadith No. 6515, The Book of Al-Bir, Nurturing Ties, and Manners; Sahih Muslim, Darussalam, KSA.
[২৯] হাদিস নং ৩১০৬, কিতাবুল জিহাদ, সুনান আন-নাসাঈ, দারুস সালাম।
[৩০] হাদিস নং ১৮৯৯, সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা অধ্যায়, জামি‘ আত-তিরমিযি, দারুস সালাম।
[৩১] Hadith No. 6507, The Book of Al-Bir, Nurturing Ties, and Manners; Sahih Muslim, Darussalam, KSA.
[৩২] Hadith No. 6508, The Book of Al-Bir, Nurturing Ties, and Manners; Sahih Muslim, Darussalam, KSA.
[৩৩] হাদিস নং ৫১০৫, কিতাবুল আদাব, সুনান আবু দাউদ, দারুস সালাম (সনদ দুর্বল)।
[৩৪] হাদিস নং ৫৪৭১, কিতাবুল আকীকাহ, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৩৫] হাদিস নং ৬১৯২, কিতাবুল আদাব, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৩৬] হাদিস নং ৫৯৯৭, কিতাবুল আদাব, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৩৭] সূরাহ বাকারাহ, আয়াত ২৩৩।
[৩৮] হাদিস নং ১১৬২০, জামিউল হাদিস, আল-মাকতাবাতুশ শামিলা (সনদ দুর্বল)।
[৩৯] হাদিস নং ২৫৮৬, ২৫৮৭, কিতাবুল হিবা, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৪০] সূরাহ আল-ফুরকান, আয়াত ৭৪; সূরাহ ইবরাহীম- ৪০।
[৪১] সূরাহ আলে ইমরান- ৩৬।
[৪২] সূরাহ আলে ইমরান- ৩৮, সাফফাত- ১০০। হাদিস নং ১৪১, কিতাবুল ওযু, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৪৩] সূরাহ লুকমান, আয়াত ১৩।
[৪৪] সূরাহ ত্বোয়া-হা, আয়াত ১৩২; লুকমান- ১৭।
[৪৫] হাদিস নং ৪৯৪-৪৯৫, কিতাবুস সলাত, সুনান আবু দাউদ, দারুস সালাম।
[৪৬] হাদিস নং ১১৬২০, জামিউল হাদিস, আল-মাকতাবাতুশ শামিলা (সনদ দুর্বল)।
[৪৭] সূরাহ লুকমান, আয়াত ১৭-১৯।
[৪৮] হাদিস নং ১৯৫২, সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক অধ্যায়, জামি‘ আত-তিরমিযি, দারুস সালাম (সনদ দুর্বল)
[৪৯] সূরাহ আন-নিসা, আয়াত ৩৬।

[৫০] হাদিস নং ৬০১৪, ৬০১৫, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৫১] হাদিস নং ৬০১৬, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৫২] হাদিস নং ১২১, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[৫৩] হাদিস নং ১১২, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[৫৪] হাদিস নং ৬০১৮, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৫৫] হাদিস নং ১২৭, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[৫৬] হাদিস নং ১১৯, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[৫৭] হাদিস নং ১০২, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
[৫৮] হাদিস নং ১১১, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[৫৯] Hadith No. 1944, Chapters on Righteousness, Jami At-Tirmidhi, Darussalam, KSA.
[৬০] হাদিস নং ১০৭, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[৬১] হাদিস নং ১২২, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[৬২] হাদিস নং ১১৩, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[৬৩] হাদিস নং ১০৩, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[৬৪] সূরাহ আন-নিসা, আয়াত ৩৬।
[৬৫] সূরাহ মুহাম্মাদ, আয়াত ২২-২৩।
[৬৬] সূরাহ বাকারা, আয়াত ২১৫।
[৬৭] সূরাহ বনী-ইসরাঈল, আয়াত ২৬।
[৬৮] হদিস নং ৫৯৮৭, কিতাবুল আদাব, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৬৯] হাদিস নং ৬৭, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[৭০] হদিস নং ৫৯৮৪, কিতাবুল আদাব, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৭১] হদিস নং ৫৯৮৫, ৫৯৮৬, কিতাবুল আদাব, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৭২] হাদিস নং ৬৮, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[৭৩] হাদিস নং ৭৩, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[৭৪] হাদিস নং ৬৫২৫, সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, সহিহ মুসলিম, দারুস সালাম।
[৭৫] হাদিস নং ৭১, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[৭৬] হাদিস নং ২৭৩, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
[৭৭] সূরাহ নং ৬৮ : আল-কালাম, আয়াত নং ৪।
[৭৮] হাদিস নং ২৭৪, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
[৭৯] হাদিস নং ৬০৩৩, কিতাবুল আদাব, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৮০] হাদিস নং ৬০৩৮, কিতাবুল আদাব, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৮১] হাদিস নং ৬০৩৫, কিতাবুল আদাব, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৮২] হাদিস নং ৬৫১৬, সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, সহিহ মুসলিম, দারুস সালাম।
[৮৩] হাদিস নং ৬৫১৭, সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার অধ্যায়, সহিহ মুসলিম, দারুস সালাম।
[৮৪] Hadith No. 4799, The Book of Etiquette, English Translation of Sunan Abu Dawud, Compiled by Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath, Darussalam, KSA.
[৮৫] হাদিস নং ১৫৯, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
[৮৬] সূরাহ বাকারা, আয়াত ৪২।
[৮৭] সূরাহ আত-তাওবাহ, আয়াত ১১৯।
[৮৮] সূরাহ আহযাব, আয়াত ৭০।
[৮৯] সূরাহ মায়িদা, আয়াত ১১৯।
[৯০] হাদিস নং ৬০৯৪, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।

[৯১] হাদিস নং ২৫১৮, কিয়ামত অধ্যায়, জামি‘ আত-তিরমিযি, দারুস সালাম।
[৯২] সূরাহ বাকারা, আয়াত ২৫৪।
[৯৩] সূরাহ মুনাফিকূন, আয়াত ১০।
[৯৪] সূরাহ বাকারা, আয়াত ২৬১।
[৯৫] হাদিস নং ২৩৪৩, কিতাবুয যাকাত, সহিহ মুসলিম, দারুস সালাম।
[৯৬] Hadith No. 2308, The Book of Zakat, English Translation of Sahih Muslim, Compiled by Imam Abul Hussain Muslim Ibn al-Hajjaj, Darussalam, KSA.
[৯৭] Hadith No. 1433, The Book of Zakat, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Volume 2, Page 297-298, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[৯৮] Hadith No. 1433, The Book of Zakat, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Volume 2, Page 297-298, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[৯৯] Hadith No. 1442, The Book of Zakat, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Volume 2, Page 302, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[১০০] হাদিস নং ৬০৩৩, সহিহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব, দারুস সালাম, সৌদি আরব।
[১০১] সহিহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব, অধ্যায়- ৭৮, অনুচ্ছেদ- ৩৯, দারুস সালাম, সৌদি আরব।
[১০২] হাদিস নং ৬০৩৪, সহিহ আল-বুখারী, কিতাবুল আদাব, অধ্যায়- ৭৮, দারুস সালাম, সৌদি আরব।
[১০৩] সূরাহ বাকারা, আয়াত ২৭১।
[১০৪] হাদিস নং ২২১৩৩, মুসনাদ আহমাদ, আল-মাকতাবাতুশ শামিলা।
[১০৫] হাদিস নং ১৪১৭, কিতাবুয যাকাত, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১০৬] হাদিস নং ৬৬৪, কিতাবুয যাকাত, জামি‘ আত-তিরমিযি, দারুস সালাম।
[১০৭] হাদিস নং ১৪৩৫, কিতাবুয যাকাত, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১০৮] হাদিস নং ১৪৬২, কিতাবুয যাকাত, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১০৯] সূরাহ বাকারা, আয়াত ২৭১।
[১১০] হাদিস নং ১৪২৩, কিতাবুয যাকাত, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১১১] হাদিস নং ১৪৬১, কিতাবুয যাকাত, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১১২] সূরাহ বাকারা, আয়াত ২৬৪।
[১১৩] হাদিস নং ২৯৩, কিতাবুল ঈমান, সহিহ মুসলিম, দারুস সালাম।
[১১৪] সূরাহ আল-বাকারাহ, আয়াত ২৭২।
[১১৫] হাদিস নং ২৩৮২, আবওয়াবুয যুহদ, জামি‘ আত-তিরমিযি, দারুস সালাম।
[১১৬] সূরাহ আল-বাকারাহ, আয়াত ২৬২।
[১১৭] Hadith No. 24, The Book of Belief, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Volume 1, Page 65, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[১১৮] Hadith No. 9, The Book of Belief, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Volume 1, Page 59, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[১১৯] Hadith No. 6120, The Book of Al-Adab, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Volume 8, Page 85, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[১২০] Hadith No. 6119, The Book of Al-Adab, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), Volume 8, Page 84, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[১২১] হাদিস নং ১৬৭৭, রেওয়ায়ত ৯, অধ্যায় ৪৭, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[১২২] Hadith No. 6117, The Book of Al-Adab, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), Volume 8, Page 84, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[১২৩] সূরাহ নং ৬ : আল-আন‘আম, আয়াত নং ১৩২।
[১২৪] সূরাহ নং ২ : বাকারা, আয়াত নং ২৮৬।

[১২৫] হাদিস নং ৭১৩৮, কিতবুল আহকাম, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১২৬] সূরাহ নং ৫ : আল-মায়িদাহ, আয়াত নং ১।
[১২৭] সূরাহ নং ১৭ : বনী-ইসরাঈল, আয়াত নং ৩৪।
[১২৮] হাদিস নং ১২৫৬৭, ১৩১৯৯, মুসনাদে আহমাদ, আল-মাকতাবাতুশ শামিলা।
[১২৯] হাদিস নং ২২২৭, সহিহ আল-বুখারী, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, দারুস সালাম, সৌদি আরব।
[১৩০] সূরাহ নাহল, আয়াত ৯১।
[১৩১] সূরাহ মু'মিনূন, আয়াত ৮।
[১৩২] হাদিস নং ৩৩, কিতাবুল ঈমান, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১৩৩] সূরাহ ইবরাহিম, আয়াত ২২।
[১৩৪] হাদিস নং ৪৫২৯, কিতাবুজ জিহাদ, সহিহ মুসলিম, দারুস সালাম।
[১৩৫] সূরা নং ৪৯ : আল-হুজুরাত, আয়াত নং ১০।
[১৩৬] হাদিস নং ২৪৪২, কিতাবুল মাযালিম, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১৩৭] হাদিস নং ৬০১১, কিতাবুল আদাব, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম, সৌদি আরব; সহিহ মুসলিম।
[১৩৮] সূরাহ নং ৪৯ : আল-হুজুরাত, আয়াত নং ১৩।
[১৩৯] হাদিস নং ৩২৭০, আবওয়াবু তাফসিরুল কুরআন, জামি' আত-তিরমিযি, দারুস সালাম।
[১৪০] হাদিস নং ৭৪৪৮, শু'আবুল ঈমান (বায়হাকি), আল-মাকতাবাতুশ শামিলা।
[১৪১] সূরাহ নং ২ : আল-বাকারা, আয়াত নং ২৫৬।
[১৪২] সূরাহ নং ৬ : আল-আন'আম, আয়াত নং ১০৮।
[১৪৩] সূরাহ হাজ্জ, আয়াত ৩০।
[১৪৪] সূরাহ যারিয়াত, আয়াত ১০।
[১৪৫] সূরাহ কালাম, আয়াত ৮।
[১৪৬] Hadith No. 5976, The Book of Al-Adab, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), Volume 8, Page 21, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[১৪৭] হাদিস নং ৬০৯৪, কিতাবুল আদাব, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১৪৮] হাদিস নং ৩৩, কিতাবুল ঈমান, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১৪৯] হাদিস নং ১৯৭৩, সদ্ব্যবহার ও পারস্পরিক সম্পর্ক অধ্যায়, জামি' আত-তিরমিযি, দারুস সালাম।
[১৫০] হাদিস নং ৬০৯৬, কিতাবুল আদাব, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১৫১] সূরাহ আর-রাহমান, আয়াত ৯।
[১৫২] সূরাহ আল-মুতাফফিফিন, আয়াত ১-৩।
[১৫৩] হাদিস নং ২০৮৭, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১৫৪] হাদিস নং ২৯৩, কিতাবুল ঈমান, সহিহ মুসলিম, দারুস সালাম।
[১৫৫] হাদিস নং ২২২৪, আবওয়াবুত তিজারাত, সুনান ইবনে মাজাহ, দারুস সালাম, সৌদি আরব।
[১৫৬] হাদিস নং ৩৫৩, কিতাবুল ঈমান, সহিহ মুসলিম, দারুস সালাম।
[১৫৭] সূরাহ বনী-ইসরাঈল, আয়াত ২৯।
[১৫৮] সূরাহ বনী-ইসরাঈল, আয়াত ২৮।
[১৫৯] সূরাহ আন-নিসা, আয়াত ৩৭-৩৯।
[১৬০] সূরাহ আল-লাইল, আয়াত ৮, ১০, ১১।
[১৬১] হাদিস নং ৬৯০৬, যিকর-দু'আ-তাওবাহ-ইস্তেগফার অধ্যায়, সহিহ মুসলিম, দারুস সালাম।
[১৬২] Hadith No. 1442, The Book of Zakat, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Volume 2, Page 302, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[১৬৩] হাদিস নং ২৩০৬, কিতাবুয যাকাত, সহিহ মুসলিম, দারুস সালাম।
[১৬৪] হাদিস নং ২৩০৭, কিতাবুয যাকাত, সহিহ মুসলিম, দারুস সালাম।

[১৬৫] হাদিস নং ২৩০৬, কিতাবুয যাকাত, সহিহ মুসলিম, দারুস সালাম।
[১৬৬] হাদিস নং ১৬৯৮, কিতাবুয যাকাত, সুনান আবু দাউদ, দারুস সালাম।
[১৬৭] সূরাহ নং ৭ : আ'রাফ, আয়াত নং ৩৩।
[১৬৮] সূরাহ নং ৬ : আন'আম, আয়াত নং ১৫১।
[১৬৯] সূরাহ নং ২৪ : আন-নূর, আয়াত নং ১৯।
[১৭০] সূরাহ নং ১৭ : ইসরা, আয়াত নং ৩২।
[১৭১] Hadith No. 5582, The Book of Clothing and Adornment, English Translation of Sahih Muslim, Compiled by Imam Abul Hussain Muslim Ibn al-Hajjaj, Darussalam, KSA.
[১৭২] সূরাহ নং ২৯ : 'আনকাবুত, আয়াত নং ৪৫।
[১৭৩] Hadith No. 6593, The Book of Al-Bir, Nurturing Ties and Manners; English Translation of Sahih Muslim, Compiled by Imam Abul Hussain Muslim Ibn al-Hajjaj, Darussalam, KSA.
[১৭৪] সূরাহ নং ৪৯ : হুজুরাত, আয়াত নং ১২।
[১৭৫] Hadith No. 4878, The Book of Etiquette, English Translation of Sunan Abu Dawud, Compiled by Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath, Darussalam, KSA.
[১৭৬] Hadith No. 6636, The Book of Al-Bir, Nurturing Ties and Manners; English Translation of Sahih Muslim, Compiled by Imam Abul Hussain Muslim Ibn al-Hajjaj, Darussalam, KSA.
[১৭৭] Hadith No. 291, The Book of Faith, English Translation of Sahih Muslim, Compiled by Imam Abul Hussain Muslim Ibn al-Hajjaj, Darussalam, KSA.
[১৭৮] Hadith No. 6055, The Book of Al-Adab, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), Volume 8, Page 54, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[১৭৯] সূরাহ নং ৬৮ : আয়াত নং ১০-১১।
[১৮০] সূরাহ নং ২৪ : আন-নূর, আয়াত নং ২৩।
[১৮১] সূরাহ নং ৩৩ : আহযাব, আয়াত নং ৫৮।
[১৮২] Hadith No. 3597, The Book of Judgements, English Translation of Sunan Abu Dawud, Compiled by Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath, Darussalam, KSA.
[১৮৩] সূরাহ নং ৩৩ : আহযাব, আয়াত নং ৫৯।
[১৮৪] সূরাহ নং ২৪ : নূর, আয়াত নং ৩০।
[১৮৫] সূরাহ নং ২৪ : নূর, আয়াত নং ৩১।
[১৮৬] সূরাহ আল-আহযাব, আয়াত ৩২।
[১৮৭] সূরাহ আল-আহযাব, আয়াত ৩৩।
[১৮৮] হাদিস নং ৫৫০, আল-আদাবুল মুফরাদ।
[১৮৯] সূরাহ নং ৩১ : লুকমান, আয়াত নং ১৮।
[১৯০] সূরা নং ১৭ : ইসরা, আয়াত নং ৩৭।
[১৯১] হাদিস নং ৫৫৪, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
[১৯২] Hadith No. 265, The Book of Faith, English Translation of Sahih Muslim, Compiled by Imam Abul Hussain Muslim Ibn al-Hajjaj, Darussalam, KSA.
[১৯৩] হাদিস নং ৫৫১, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[১৯৪] হাদিস নং ৫৭৮৯, কিতাবুল লিবাস, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১৯৫] হাদিস নং ৫৭৮৮, কিতাবুল লিবাস, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১৯৬] হাদিস নং ৫৫৬, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[১৯৭] হাদিস নং ৫৫৯, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সনদ হাসান।
[১৯৮] হাদিস নং ৭১৭৪, কিতাবুল আহকাম, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[১৯৯] হাদিস নং ২৩১৩, আবওয়াবুল আহকাম, সুনান ইবনে মাজাহ, দারুস সালাম।

[২০০] সূরাহ বাকারাহ, আয়াত ১৮৮।
[২০১] হাদিস নং ৬২২৭, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[২০২] হাদিস নং ৬২২৭, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[২০৩] সূরাহ নিসা, আয়াত ৮৬।
[২০৪] হাদিস নং ৬২২৯, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম; হাদিস নং ৫৬৫০, সহিহ মুসলিম, দারুস সালাম।
[২০৫] হাদিস নং ৬২২৭, অনুমতি প্রার্থনা অধ্যায়, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[২০৬] হাদিস নং ৬২৫১, অনুমতি প্রার্থনা অধ্যায়, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[২০৭] হাদিস নং ১০৪৭, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২০৮] হাদিস নং ১০৪৮, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২০৯] হাদিস নং ১০৫০, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২১০] হাদিস নং ৬২৫৩, অনুমতি প্রার্থনা অধ্যায়, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[২১১] হাদিস নং ১০৫৫, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২১২] হাদিস নং ১০৫৩, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২১৩] হাদিস নং ১০০৪, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২১৪] হাদিস নং ১০৫২, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২১৫] হাদিস নং ১০০৩, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২১৬] হাদিস নং ১৯৪, কিতাবুল ঈমান, সহিহ মুসলিম, দারুস সালাম।
[২১৭] হাদিস নং ৯৯১, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২১৮] হাদিস নং ৯৯৩, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২১৯] হাদিস নং ১০০১, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২২০] হাদিস নং ১০১৮, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২২১] হাদিস নং ৬২৩৬, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[২২২] হাদিস নং ১০১৯, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২২৩] হাদিস নং ১০২৩, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২২৪] হাদিস নং ১০২৪, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২২৫] হাদিস নং ২৬৮৯, অনুমতি প্রর্থনা অধ্যায়, জামি‘ আত-তিরমিযি, দারুস সালাম।
[২২৬] হাদিস নং ৯৯৯, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২২৭] সূরাহ নং ২৪ : নূর, আয়াত নং ২৭।
[২২৮] সূরাহ নং ২৪ : নূর, আয়াত নং ৬১।
[২২৯] হাদিস নং ৬২৩১, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[২৩০] হাদিস নং ৬২৪৭, অনুমতি প্রার্থনা (৭৯), সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[২৩১] হাদিস নং ৬২৩১, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[২৩২] হাদিস নং ৬২৩১, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[২৩৩] হাদিস নং ১০১১, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২৩৪] হাদিস নং ৬২৩২, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[২৩৫] হাদিস নং ১০১৮, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২৩৬] হাদিস নং ৯৯৮, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২৩৭] হাদিস নং ১০০৬, আল-আদাবুল মুফরাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[২৩৮] হাদিস নং ২৬৯৪, অনুমতি প্রার্থনা অধ্যায়, জামি‘ আত-তিরমিযি, দারুস সালাম।
[২৩৯] সূরাহ ইয়া-সিন, আয়াত ৫৮।
[২৪০] সূরাহ আল-আহযাব, আয়াত ৪৪।
[২৪১] সূরাহ যুমার, আয়াত ৭৩।

[২৪২] সূরাহ ইবরাহিম, আয়াত ২৩।
[২৪৩] সূরাহ নং ৬৯ : আয়াত নং ১৯।
[২৪৪] সূরাহ ইনশিকাক, আয়াত ৭-৮।
[২৪৫] সূরাহ নং ৫৬ : আয়াত নং ৮-৯।
[২৪৬] Hadith No. 168, The Book of Wuzu, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Volume 1, Page 150, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[২৪৭] Hadith No. 5856, The Book of Dress, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Volume 7, Page 406, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[২৪৮] Hadith No. 6310, The Book of Invocations, Sahih Al-Bukhari, Darussalam, KSA.
[২৪৯] Hadith No. 6311, The Book of Invocations, Sahih Al-Bukhari, Darussalam, KSA.
[২৫০] Hadith No. 426, Chapter 47, The Book of As-salat, Sahih Al-Bukhari, Darussalam, KSA.
[২৫১] হাদিস নং ৩২৬৬, খাদ্য বিষয়ক অধ্যায়, সুনান ইবনে মাজাহ, দারুস সালাম।
[২৫২] Hadith No. 5267, The Book of Drinks, Sahih Muslim, Darussalam, KSA.
[২৫৩] Hadith No. 153, The Book of Ablution, Sahih Al-Bukhari, Darussalam, KSA.
[২৫৪] Hadith No. 33, The Book of Purification, Sunan Abu Dawud, Darussalam, KSA.
[২৫৫] Hadith No. 5376, The Book of Foods, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Volume 7, Page 188, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[২৫৬] হাদিস নং ৩৭৬৭, খাদ্য সংক্রান্ত অধ্যায়, সুনান আবু দাউদ, দারুস সালাম।
[২৫৭] Hadith No. 5262, The Book of Drinks, Sahih Muslim, Darussalam, KSA.
[২৫৮] Hadith No. 5267, The Book of Drinks, Sahih Muslim, Darussalam, KSA.
[২৫৯] Hadith No. 5298, The Book of Drinks, Sahih Muslim, Darussalam, KSA.
[২৬০] Hadith No. 5300, The Book of Drinks, Sahih Muslim, Darussalam, KSA.
[২৬১] Hadith No. 5287, The Book of Drinks, Sahih Muslim, Darussalam, KSA.
[২৬২] Hadith No. 5275, The Book of Drinks, Sahih Muslim, Darussalam, KSA.
[২৬৩] Hadith No. 1888, The Chapters on Drinks, Jami' At-Tirmidhi, Darussalam, KSA.
[২৬৪] হাদিস নং ৫৪০৯, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[২৬৫] হাদিস নং ৫৩৯৮, খাদ্য সংক্রান্ত অধ্যায়, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[২৬৬] Hadith No. 5458, The Book of Foods, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Volume 7, Page 224, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[২৬৭] Hadith No. 2380, Chapters on Zuhd, English Translation of Jami' At-Tirmidhi, Compiled by Imam Hafiz Abu 'Eisa Mohammad Ibn 'Eisa At-Tirmidhi, Darussalam, KSA.
[২৬৮] হাদিস নং ৫৩৯২, খাওয়া সংক্রান্ত অধ্যায়, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[২৬৯] সূরাহ নং ৫৭ : হাদীদ, আয়াত নং ২০।
[২৭০] সূরাহ নং ১১ : হূদ, আয়াত নং ১৫-১৬।
[২৭১] সূরাহ মু'মিনূন, আয়াত ১১২-১১৩।
[২৭২] সূরাহ লুকমান, আয়াত ৩৩।
[২৭৩] সূরাহ 'আবাসা, আয়াত ৩৩-৩৭।
[২৭৪] সূরাহ আস-সাজদা, আয়াত ১২।
[২৭৫] Hadith No. 6414, The Book of Ar-Riqaq (Softening of the Hearts), The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), Darussalam, KSA.
[২৭৬] Hadith No. 6415, The Book of Ar-Riqaq (Softening of the Hearts), The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), Darussalam, KSA.

[২৭৭] Hadith No. 2323, Chapters on Zuhd, English Translation of Jami' At-Tirmidhi, Compiled by Imam Hafiz Abu 'Eisa Mohammad Ibn 'Eisa At-Tirmidhi, Darussalam, KSA.
[২৭৮] Hadith No. 2321, Chapters on Zuhd, English Translation of Jami' At-Tirmidhi, Compiled by Imam Hafiz Abu 'Eisa Mohammad Ibn 'Eisa At-Tirmidhi, Darussalam, KSA.
[২৭৯] Hadith No. 2320, Chapters on Zuhd, English Translation of Jami' At-Tirmidhi, Compiled by Imam Hafiz Abu 'Eisa Mohammad Ibn 'Eisa At-Tirmidhi, Darussalam, KSA.
[২৮০] সূরাহ নং ৪৯ : হুজুরাত, আয়াত নং ১১।
[২৮১] সূরাহ নং ৪৯ : হুজুরাত, আয়াত নং ১২।
[২৮২] সূরাহ নং ১০৪ : হুমাজাহ, আয়াত নং ১-৬।
[২৮৩] সূরাহ নং ১০২ : আত-তাকাসুর, আয়াত নং ১-৮।
[২৮৪] সূরাহ বাকারাহ, আয়াত ২৭৫।
[২৮৫] সূরাহ বাকারাহ, আয়াত ২৭৬।
[২৮৬] সূরাহ বাকারাহ, আয়াত ২৭৮।
[২৮৭] হাদিস নং ৩৩৩৩, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, সুনান আবু দাউদ, দারুস সালাম।
[২৮৮] Hadith No. 4102, Chapters on Asceticism, Sunan Ibn Majah (Sahih: Albani)
[২৮৯] Hadith No. 4873, The Book of Etiquette, Sunan Abu Dawud, Darussalam, KSA.
[২৯০] Hadith No. 6058, The Book of Al-Adab, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), Volume 8, Page 56, July 1997 Edition, Darussalam, KSA.
[২৯১] Hadith No. 4791, The Book of Etiquette, English Translation of Sunan Abu Dawud, Compiled by Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath, Darussalam, KSA.
[২৯২] Hadith No. 2442, The Book of Al-Mazalim (The Oppressions), The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), Darussalam, KSA.
[২৯৩] Hadith No. 4946, The Book of Etiquette, English Translation of Sunan Abu Dawud, Compiled by Imam Hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath, Darussalam, KSA.
[২৯৪] Hadith No. 6536, The Book of Al-Bir, Nurturing Ties and Manners; English Translation of Sahih Muslim, Compiled by Imam Abul Hussain Muslim Ibn al-Hajjaj, Darussalam, KSA.
[২৯৫] Hadith No. 2342, Chapters on Zuhd, English Translation of Jami' At-Tirmidhi, Compiled by Imam Hafiz Abu 'Eisa Mohammad Ibn 'Eisa At-Tirmidhi, Darussalam, KSA.
[২৯৬] Hadith No. 2337, Chapters on Zuhd, English Translation of Jami' At-Tirmidhi, Compiled by Imam Hafiz Abu 'Eisa Mohammad Ibn 'Eisa At-Tirmidhi, Darussalam, KSA.
[২৯৭] Hadith No. 6443, The Book of Ar-Riqaq (Softening of the Hearts), The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), Darussalam, KSA.
[২৯৮] Hadith No. 6446, The Book of Ar-Riqaq (Softening of the Hearts), The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari (Arabic-English), Darussalam, KSA.
[২৯৯] হাদিস নং ৬১৩৮, কিতাবুল আদাব (৭৮), সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৩০০] রেওয়ায়াত ৩, অধ্যায় ৪৭, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
[৩০১] হাদিস নং ৩৬৫, আল-আদাবুল মুফরাদ (অনন্য শিষ্টাচার), ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
[৩০২] Hadith No. 4882, The Book of Etiquette, Sunan Abu Dawud, Darussalam, KSA.
[৩০৩] Hadith No. 29, The Book of Belief, Sahih Al-Bukhari, Darussalam, KSA.
[৩০৪] হাদিস নং ৪৭৮০, কিতাবুত তাফসির, সহিহ আল-বুখারী, দারুস সালাম।
[৩০৫] ঋগবেদ, বই ১, স্তুতিগান ৬৪, ধারা ৪৬।
[৩০৬] যজুর্বেদ, অধ্যায় ৩২, ধারা ৩।

[৩০৭] অথর্ববেদ- ৪.২.৭।
[৩০৮] অথর্ববেদ : ১৩.৫.১৪।
[৩০৯] ঋগবেদ : ৩.৬২.১০।
[৩১০] যজুর্বেদ শ্যামহিতা, অধ্যায় ৪০, ধারা ৯।
[৩১১] অথর্ববেদ- ৮.১.৬।
[৩১২] ঋগবেদ : ৪.২৩.৭।
[৩১৩] ঋগবেদ : ১.৮৯.২।
[৩১৪] অথর্ববেদ : ৩.৩০.৫।
[৩১৫] সামবেদ : ৩০৭।
[৩১৬] ঋগবেদ : ১০.৩৪.১৩।
[৩১৭] অথর্ববেদ : ৬.১১৭.৩।
[৩১৮] যজুর্বেদ : ১২.১৭।
[৩১৯] যজুর্বেদ : ৫.৮।
[৩২০] সামবেদ : ২.৫১।
[৩২১] ঋগবেদ : ৬.৭৫.৯।
[৩২২] ঋগবেদ : ১.১৫.৮।
[৩২৩] ভগবদ গীতা ১০:৩ শ্লোক।
[৩২৪] ভগবদ গীতা ৭:২০।
[৩২৫] ইন্টারনেট।
[৩২৬] যাত্রাপুস্তক ২০ : ৩-৪।
[৩২৭] যিশাইয় ৪২ : ৮।
[৩২৮] মথি ৫ : ৪৩-৪৪।
[৩২৯] মথি ৭ : ৩।
[৩৩০] মথি ৭ : ১৩।
[৩৩১] লুক ১৪ : ১১।
[৩৩২] মার্ক ১১ : ২৫।
[৩৩৩] মথি ৭ : ১২।
[৩৩৪] মথি ৬ : ৩-৪।
[৩৩৫] লুক ৬ : ২৮।
[৩৩৬] গীতসংহিতা ১০৬ : ৩।
[৩৩৭] যোহন ৩ : ৪।
[৩৩৮] মথি ৫ : ৭।
[৩৩৯] গীতসংহিতা ৩৭ : ৮।
[৩৪০] ১ তীমথিয় ৪ : ১২।
[৩৪১] যোহন ১৩ : ৩৪।
[৩৪২] ইন্টারনেট।
[৩৪৩] স্মারক নং ৩৭.০২.০০০০.১০১.২৭.০২২.২০২২-২০৪১৩/৬, তারিখ: ১৪/০৮/২০২২, মাউশি অধিদপ্তর, ঢাকা।
* শহীদ আল বোখারী মহাজাতক রচিত 'শুদ্ধাচার', কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।